কুরআনে পাক বিশুদ্ধ মাখরিজ সহকারে পড়ার প্রাথমিক ক্বায়িদা

(BANGLA)

মাদানী ক্বায়িদা

Madani Qaida

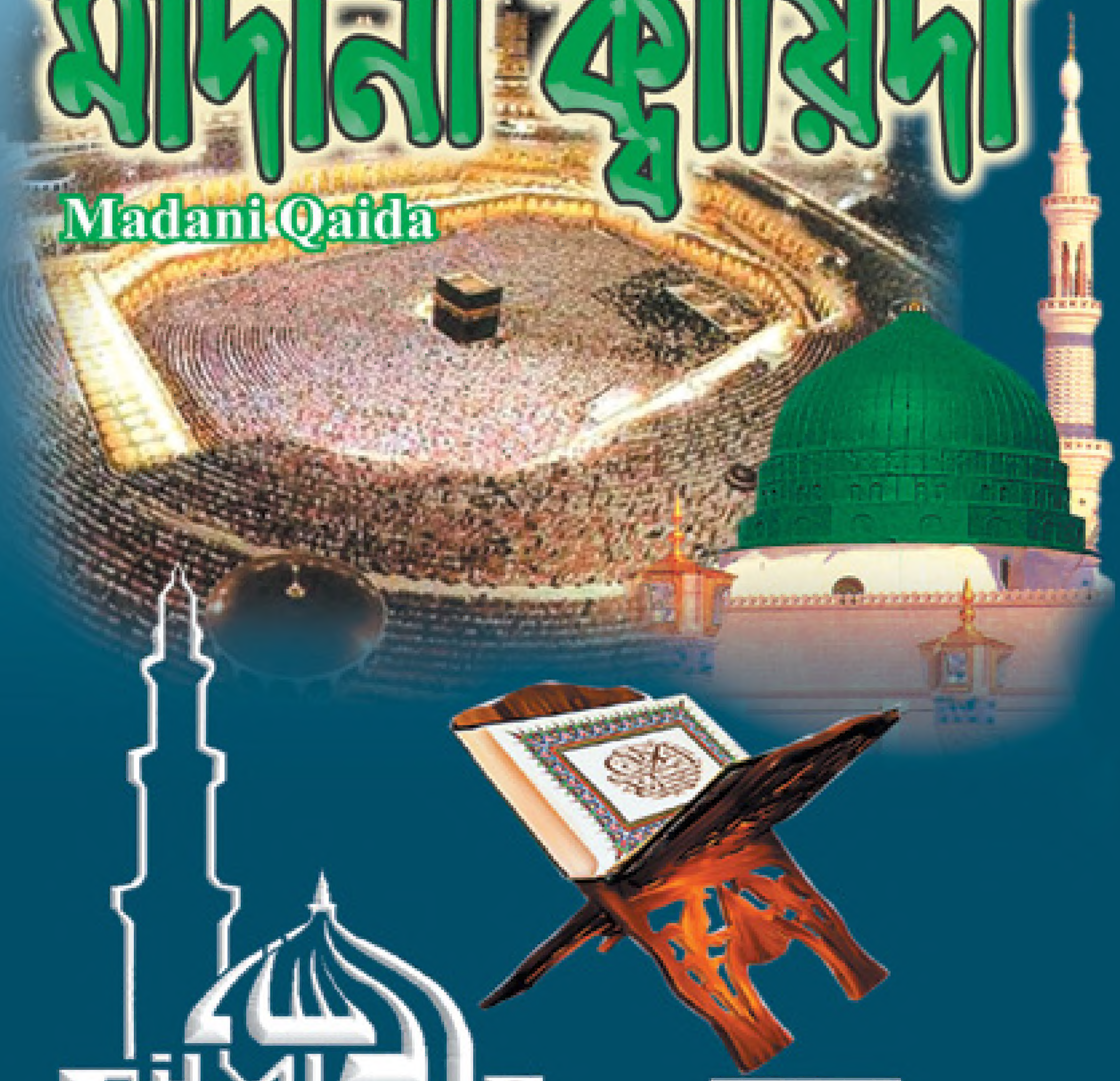

উপস্থাপনায়:
মাদরাসাতুল মদীনা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বর্ণনা করেন: ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পাঠ করার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা কিছু পাঠ করবেন, তা স্মরণে থাকবে। দোয়াটি হল:-

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

(রূহানী হিকায়াত, ৬৮ পৃষ্ঠা)

*** নোট:- দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন।**

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী,
ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল
ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর
প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

১৩ শাওয়ালুল মুকার্‌রম ১৪২৮ হিঃ

মাদানী উদ্দেশ্য:

আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

নাম: ....

মাদরাসা: ....

শ্রেণী নং: ....

ঠিকানা: ....

ফোন নং: ....

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه
وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

কুরআনে পাক শুদ্ধ মাখারিজ সহকারে তিলাওয়াত করার প্রাথমিক ক্বায়িদা

মাদানী ক্বায়িদা

উপস্থাপনায়: **মাদ্‌রাসাতুল মদীনা মজলিশ** (দা'ওয়াতে ইসলামী)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

সর্বপ্রথম এটা পাঠ করে নিন

یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے   تلاوت کرنا صبح وشام میرا کام ہو جائے

সারাংশ: হৃদয়ের আকাঙ্খা যেন কুরআন শিক্ষা ব্যপক হয়ে যায়,সকাল সন্ধ্যায় কুরআন তিলাওয়াত করা যেন আমার নিত্যকর্মে পরিণত হয়ে যায়। কুরআনে করীম, ফুরকানে হামীদ, **আল্লাহ্ তা'আলার** এমন কালাম যা সঠিক পথের দিশা, হিদায়াত এবং ইলম ও হিকমতের অমূল্য ভান্ডার। **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **خَيْرُ كُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَ عَلَّمَهٗ** অর্থাৎ- তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক হচ্ছে সে, যে কুরআনে পাক (নিজে) শিক্ষা অর্জন করে এবং অপরকে শিক্ষা প্রদান করে। (সহীহ বুখারী, কিতাবু ফযাইলুল কুরআন, ৪৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫০২৭)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর অধীনে কুরআনে পাকের শিক্ষাকে ব্যাপক প্রসার করার উদ্দেশ্যে দেশে বিদেশে হিফয ও নাজারার জন্য "মাদরাসাতুল মদীনা" নামে অসংখ্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমান পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় এক লক্ষ মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীদেরকে বিনা বেতনে হিফয ও নাজারা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। অনুরুপভাবে বিভিন্ন মসজিদে সাধারণতঃ প্রতিদিন এশার নামাযের পর হাজারো মাদরাসাতুল মদীনা (প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য) চালু রয়েছে। যাতে বিনা বেতনে ইসলামী ভাইয়েরা বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে হরফ সমূহের সঠিক উচ্চারণ সহ কুরআনে পাক শিক্ষা গ্রহণ, দোয়া সমূহ মুখস্থ করা সহ নামায ও সুন্নাত সমূহের শিক্ষা অর্জন করে থাকে। এছাড়াও পাকিস্তান সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘরে ঘরে প্রতিদিন মাদরাসাতুল মদীনা (প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলাদের জন্য) নামে হাজারো মাদরাসা চালু করা হয়েছে। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ লিখনী লিখা সময় পর্যন্ত কেবল বাবুল মদীনা করাচীতে ইসলামী বোনদের ১,৩১৭ মাদরাসা প্রায় প্রতিদিনই চালু রয়েছে যাতে ১২,০১৭ (১২ হাজার ১৭) ইসলামী বোন কুরআনে পাক, নামায ও সুন্নাত সমূহের বিনা ফীতে (ফ্রী) শিক্ষা অর্জন করছে এবং দোয়া সমূহ মুখস্থ করছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ! মাদরাসাতুল মদীনার অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ কুরআনে পাক সহজভাবে শিখার জন্য "মাদানী ক্বায়িদা" সংকলন করেছেন। "মাদানী ক্বায়িদা"এর মধ্যে ছোট-বড় ছাত্র ছাত্রীদের জন্য তাজভীদের মৌলিক ক্বায়িদাসমূহ যথাসম্ভব সহজভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যাতে মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নী এবং ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা সহজেই বিশুদ্ধভাবে কুরআনে পাক পাঠ করা শিখতে পারে। অভিজ্ঞ ক্বারীগণ ইলমে তাজভীদ বিষয়ে মাদানী কায়িদাকে খুব সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করছেন।

মাদানী ক্বায়িদার শিক্ষা পদ্ধতির জন্য "রাহনুমায়ে মুদাররিসীন"নামক কিতাবও সংকলন করা হয়েছে,যাতে সবক সমূহ পাঠ দানের পদ্ধতি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। যা **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশ করা হয়েছে, এছাড়া মাদানী ক্বায়িদার ভি,সি,ডি ও মেমোরী কার্ড আপনার নিকটস্থ মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। যার মাধ্যমে এ মাদানী ক্বায়িদা বুঝে কুরআনে পাক পড়তে আরো সহজ হবে।

আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে দোয়া করছি আমাদেরকে আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবূ বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কর্তৃক প্রদত্ত মাদানী উদ্দেশ্য "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য "মাদানী ইনআমাত" এর উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য আশিকানে রাসূলদের সাথে মাদানী কাফেলার মুসাফির হওয়ার তাওফিক দান করুন এবং **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে (দিন গিয়ারভী রাত বারভী) তথা উত্তরোত্তর উন্নতি দান করুন। اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মজলিশে মাদরাসাতুল মদীনা (দা'ওয়াতে ইসলামী) (২৯ যুল হিজ্জাতুল হারাম, ১৪২৮ হিজরী)

আল্লাহ্ মুঝে হাফিজে কুরআন বানাদে

লিখক: শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্লে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

আল্লাহ্ মুঝে হাফিজে কুরআন বানাদে
কুরআন কে আহকাম পে ভি মুঝকো চলা দে
হো জায়ে সবক ইয়াদ মুঝে জলদ ইলাহী
ইয়া রব! তু মেরা হাফিজা মজবুত বানা দে
সুসতী হো মেরী দূর উঠো জলদ সোওয়াইরে
তু মাদ্রাসে মে দ্বীল মেরা আল্লাহ্ লাগাদে
হো মাদ্রাসে কা মুঝছে না নুকসান কভি ভি
আল্লাহ্ ইয়াহা কে মুঝে আদাব শিখাদে
ছুট্টি না করো ভূল কে ভি মাদ্রাসে কি মে
আওকাত কা ভি মুঝকো পাবন্দ বানাদে
উস্তাদ হো মওজুদ ইয়া বাহির কাহি মাসরুফ
আদত তু মেরী শোর মাছানে কি মিঠাদে
খাছলাত হো শারারাত কি মেরী দূর ইলাহী!
সানজিদা বানাদে মুঝে সানজিদা বানাদে
উস্তাদ কি করতা রহো হার দম মে ইতাআত
মা বাপ কি ইজ্জত কি ভি তাওফিক খোদা দে
কাপড়ে মে রাখো সাফ তো দিল কো মেরে কর সাফ
আক্বা কা মদীনা মেরে সীনা কো বানাদে
ফিলমো ছে ড্রামো ছে দে নফরত তু ইলাহী
বস শওক হামে নাও ও তিলাওয়াত কা খোদা দে
ম্যায় সাথ জামাআত কে পড়ো সারে নামাযে
আল্লাহ্ ইবাদত মে মেরে দিল কো লাগাদে
পড়তা রহো কসরত ছে দরূদ উনপে সদা মে
আওর যিকির কা ভি শওক পায়ে গাওছ ও রযা দে
সুন্নাত কে মোতাবেক ম্যায় হার এক কাম করো কাশ
ইয়া রব মুঝে সুন্নাত কা মুবাল্লিগ ভি বানাদে
ম্যায় জুট না বলো কভি গালী না নিকালো
হার এক মরয ছে তু গুনাহো ছে শিফা দে
ম্যায় ফালতু বাতো ছে রহো দূর হামেশা
চুপ রেহনে কা আল্লাহ্ সলিকা তু শিখা দে
আখলাখ হো আচ্ছে মেরা কিরদার হো আচ্ছা
মাহবুব কা সদকা তু মুঝে নেক বানাদে
উস্তাদ হো মা বাপ হো আত্তার ভি হো সাথ
ইউ হজ্ব কো চলে আওর মদীনা ভি দেখা দে

اٰمِيْن بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْن صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

হরফ সমূহের মাখরাজ

মাখরাজ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বের হওয়ার স্থান,তাজভীদ শাস্ত্রের পরিভাষায় যে স্থান থেকে হরফ উচ্চারণ হয়,সেটাকে মাখরাজ বলে।

হরফ	নাম	মাখরাজ সমূহ
ء , ه	হরফে হালাক্বিয়াহ	হলক্ব তথা কণ্ঠনালীর নীচের অংশ থেকে উচ্চারিত হয়।
ع , ح	হরফে হালাক্বিয়াহ	হলক্ব তথা কণ্ঠনালীর মধ্যাংশ থেকে উচ্চারিত হয়।
غ , خ	হরফে হালাক্বিয়াহ	হলক্ব তথা কণ্ঠনালীর উপরিভাগ থেকে উচ্চারিত হয়।
ق	হরফে লাহাভিয়্যাহ	জিহ্বার গোড়া ও তালুর নরম অংশ থেকে উচ্চারিত হয়।
ك	হরফে লাহাভিয়্যাহ	জিহ্বার গোড়া ও তালুর শক্ত অংশ থেকে উচ্চারিত হয়।
ج , ش , ى	হরফে শাজারিয়্যাহ	জিহ্বার মধ্যভাগ ও তালুর মধ্যভাগ থেকে উচ্চারিত হয়।
ض	হরফে হাফিয়্যাহ	জিহ্বার পার্শ্ব ও উপরের মাড়ির দাঁতের গোড়া থেকে উচ্চারিত হয়।
ن , ر , ل	হরফে তারফিয়্যাহ	জিহ্বার (অগ্রভাগের)কিনারা ও দাঁতের গোড়ার তালুর পার্শ্বস্থ অংশ থেকে উচ্চারিত হয়।
ت , د , ط	হরফে নিত্ইয়্যাহ	জিহ্বার মাথা ও উপরের দাঁতের গোড়া থেকে উচ্চারিত হয়।
ث , ذ , ظ	হরফে লিছাভিয়্যাহ	জিহ্বার আগা ও উপরের দাঁতের ভিতরগত কিনারা থেকে উচ্চারিত হয়।
ص , س , ز	হরফে ছফিরিয়্যাহ	জিহ্বার মাথা ও (সামনের উপর ও নিচের)উভয় দাঁতের ভিতরগত কিনারা থেকে উচ্চারিত হয়।
ف	হরফে শাফাভিয়্যাহ	উপরের দাঁতের কিনারা ও নিচের ঠোঁটের ভিজা অংশ থেকে উচ্চারিত হয়।
ب	হরফে শাফাভিয়্যাহ	উভয় ঠোঁটের ভিজা অংশ থেকে উচ্চারিত হয়।
م	হরফে শাফাভিয়্যাহ	উভয় ঠোঁটের শুকনো অংশ থেকে উচ্চারিত হয়।
و	হরফে শাফাভিয়্যাহ	উভয় ঠোঁটের গোলাকার বৃত্ত থেকে উচ্চারিত হয়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং-(১):- হুরুফে মুফরিদাত বা আরবী বর্ণমালা

✱ **হুরুফে মুফরিদাত তথা আরবী বর্ণমালা ২৯ টি।**

আরবী বর্ণমালাকে তাজভীদ ও ক্বিরাত অনুযায়ী আরবী বাচন ভঙ্গিতে উচ্চারণ করুন এবং উর্দূ উচ্চারণ থেকে বিরত থাকুন তথা بے (বে) تے (তে) ثے (ছে) حے (হে) خے (খে) طوئے (তোয়াই) ظوئے (যোয়াই) বরং **بَا, تَا, ثَا, حَا, خَا, طَا, ظَا** পড়ুন।

❖ ২৯টি হরফের মধ্যে সাতটি হরফকে সর্বদা পোর তথা মোটাভাবে উচ্চারণ করতে হয়, এসব হরফকে হুরুফে মুস্তা'লিয়া বলা হয় আর তা হলো خ, ص, ض, ط, ظ, غ, ق. এগুলোর সমষ্টি হল خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ

❖ ঠোঁট থেকে শুধুমাত্র চারটি হরফ উচ্চারিত হয় যথা ب, ف, م, و. এগুলো ছাড়া অন্যান্য হরফ উচ্চারণের ক্ষেত্রে ঠোঁট নড়াচড়া করবেন না।

ج جِيْمْ	ث ثَا	ت تَا	ب بَا	ا اَلِفْ
ر رَا	ذ ذَالْ	د دَالْ	خ خَا	ح حَا
ض ضَادْ	ص صَادْ	ش شِيْنْ	س سِيْنْ	ز زَا
ف فَا	غ غَيْنْ	ع عَيْنْ	ظ ظَا	ط طَا
ن نُوْنْ	م مِيْمْ	ل لَامْ	ك كَافْ	ق قَافْ
ى يَا		ء هَمْزَة	ه هَا	و وَاوْ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং- (২) হুরুফে মুরাক্কাবাত তথা যুক্তবর্ণ

- ❖ দুই বা ততোধিক বর্ণ মিলে একটি মুরাক্কাব তথা যুক্তবর্ণ হয়।
- ❖ মুরাক্কাব তথা যুক্তবর্ণ সমূহকে মুফরাদ তথা একক বর্ণের মত পৃথক পৃথকভাবে পড়ুন।
- ❖ এ সবক্বেও হরফের উচ্চারণের ক্ষেত্রে সজাগ দৃষ্টি রেখে মা'রুফ অর্থাৎ আরবী বাচন ভঙ্গিতে পাঠ করুন।
- ❖ যখন দুই কিংবা ততোধিক বর্ণকে মিলিয়ে লিখা হয় তখন বর্ণের আকৃতিতে কিছুটা পরিবর্তন আসে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হরফের মাথা তথা অগ্রভাগ লিখা হয় এবং দেহ তথা নীচের অংশ বাদ দেয়া হয়।
- ❖ যেসব হরফ মুরাক্কাব তথা যুক্তবর্ণের ক্ষেত্রে একই রকম লিখা হয় সেগুলোকে নুক্বতার পরিবর্তনের মাধ্যমে চিহ্নিত করুন।

تا	نا	با	لا	لا	ا
قا	فا	سا	شا	ثا	يا
صا	غا	عا	حا	خا	جا
كا	ها	ما	ظا	طا	ضا
طب	كف	كث	كت	كب	لب
قل	فل	ضل	صل	شل	سل
ظن	طن	كن	كل	غل	عل
خذ	غد	عد	حد	خد	جد

ظر	طر	ير	بر	حر	خز
شم	ثم	يم	تم	نم	بم
يغ	بع	بج	حج	عج	لج
تس	يس	بس	قض	فص	نص
حق	عق	سق	شق	قق	فق
مو	هو	كو	قك	فك	لك
ئ	ؤ	يى	تى	نى	بى
فظ	عط	ية	تة	نة	بة
هلك	حمد	عبد	بعد	بهم	بلب
سخط	فئة	حسن	ثمن	خطف	يهب
يلج	قتل	نصر	علق	فلق	خلق
سئل	جنت	نفس	بلغ	طبع	تجد
غبر	غير	خشى	شمس	صفت	قسط
بسم	شكر	ظلل	عسر	عشر	مطر

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং-(৩) হারাকাত

- ❖ হরকতের বহুবচন হারাকাত। যবর (ـَـ), যের (ـِـ) ও পেশ (ـُـ) ক হারাকাত বলে। যবর ও পেশ হরফের উপর ও যের হরফের নীচে থাকে।
- ❖ যে বর্ণে কোন হরকত থাকে সেটাকে মুতাহাররাক বলে।
- ❖ যবর মুখ ও আওয়াজকে খুলে, যের আওয়াজকে নীচের দিকে পতিত করে এবং পেশ ঠোঁটকে গোল করে উচ্চারণ করুন।
- ❖ হারাকাতকে টান ও ধাক্কা ব্যতিত মা'রুফ তথা আরবী পদ্ধতিতে স্বাভাবিক ভাবে পাঠ করুন।
- ❖ **الف** আলিফ এর উপর কোন হরকত বা সাকিন আসলে সেটাকে হামযা হিসেবে পড়ুন। (اَ,اِ,اُ,اْ)
- ❖ (ر) এর উপর যবর বা পেশ হলে (ر) কে পোর তথা মোটা এবং (ر) এর নীচে যের হলে (ر) কে বারিক তথা চিকন করে পাঠ করুন।

بُ	بِ	بَ	اُ	اِ	اَ
ثُ	ثِ	ثَ	تُ	تِ	تَ
حُ	حِ	حَ	جُ	جِ	جَ
دُ	دِ	دَ	خُ	خِ	خَ
رُ	رِ	رَ	ذُ	ذِ	ذَ
سُ	سِ	سَ	زُ	زِ	زَ

صُ	صِ	صَ	شُ	شِ	شَ
طُ	طِ	طَ	ضُ	ضِ	ضَ
عُ	عِ	عَ	ظُ	ظِ	ظَ
فُ	فِ	فَ	غُ	غِ	غَ
كُ	كِ	كَ	قُ	قِ	قَ
مُ	مِ	مَ	لُ	لِ	لَ
وُ	وِ	وَ	نُ	نِ	نَ
ءُ	ءِ	ءَ	هُ	هِ	هَ
یُ		يِ		یَ	

يَاخَبِيْرُ

সুন্নাতের অনুসারী ও নেককার হওয়ার লক্ষ্যে সর্বদা পড়ুন। (মাসাইলুল কুরআন, ২৯০ পৃষ্ঠা)

ইলমের পাঁচটি স্তর

(১) চুপ থাকা (২) মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা, (৩) যা শ্রবণ করা হলো তা স্মরণ রাখা, (৪) যা শিক্ষা অর্জন হলো তার উপর আমল করা, (৫) যে ইলম অর্জন হলো তা অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং-(৪)

❖ এ সবক্বকে রাওয়াঁ অর্থাৎ বানান ব্যতিত পড়বেন।
❖ হরকতের বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখুন।
❖ প্রায় সমুচ্চারিত বর্ণ অর্থাৎ প্রায় একই ধরনের উচ্চারিত বর্ণ সমূহের উচ্চারণে সুস্পষ্ট পার্থক্য বজায় রাখুন।

تَ	تِ	تُ	طَ	طِ	طُ
زَ	زِ	زُ	ذَ	ذِ	ذُ
ظَ	ظِ	ظُ	ثَ	ثِ	ثُ
سَ	سِ	سُ	صَ	صِ	صُ
دَ	دِ	دُ	ضَ	ضِ	ضُ
كَ	كِ	كُ	قَ	قِ	قُ
هَ	هِ	هُ	حَ	حِ	حُ
ءَ	ءِ	ءُ	عَ	عِ	عُ

غُ	غِ	غَ	خُ	خِ	خَ
مُ	مِ	مَ	بُ	بِ	بَ
فُ	فِ	فَ	وُ	وِ	وَ
نُ	نِ	نَ	لُ	لِ	لَ
جُ	جِ	جَ	رُ	رِ	رَ
ىُ	ىِ	ىَ	شُ	شِ	شَ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِالْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّابَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং- (৫): তানভীন

❖ দুই যবর (ـً), দুই যের (ـٍ) দুই পেশ (ـٌ) কে তানভীন বলে। যে বর্ণে তানভীন হয় সেটাকে "মুনাওওয়ান"বলে।

❖ তানভীন নূনে সাকিনের মতই, যা শব্দের শেষে আসে, এজন্য তানভীনের আওয়াজ নূনে সাকিনের মতই হয়ে থাকে। যেমন: (اَنْ =اً، اِنْ = اٍ، اُنْ =اٌ)

❖ তানভীনের বানান এভাবে করুন: مًا = ميم মীম দু যবর مَنْ , مٍ = ميم মীম দু যের مِنْ, مٌ = ميم মীম দু পেশ مُنْ; مًا = ,مٍ ,مٌ

❖ যবর বিশিষ্ট তানভীনের পর কোথাও ا এবং কোথাও ي লিখা থাকে, বানান করার সময় এগুলো উল্লেখ করবেন না।

تًا	تٍ	ةٌ	طًا	طٍ	طٌ
زًا	زٍ	زٌ	ذًا	ذٍ	ذٌ
ظًا	ظٍ	ظٌ	ثًا	ثٍ	ثٌ
سًا	سٍ	سٌ	صًا	صٍ	صٌ
دًى	دٍ	دٌ	ضًا	ضٍ	ضٌ
كًا	كٍ	كٌ	قًا	قٍ	قٌ
هًا	هٍ	هٌ	حًا	حٍ	حٌ
ءً	ءٍ	ءٌ	عًا	عٍ	عٌ
خًا	خٍ	خٌ	غًا	غٍ	غٌ
بًا	بٍ	بٌ	مًا	مٍ	مٌ
وًا	وٍ	وٌ	فًا	فٍ	فٌ
لًا	لٍ	لٌ	نًا	نٍ	نٌ

جٌ	جٍ	جًا	رٌ	رٍ	رًا
ىٌ	يٍ	يًا	شٌ	شٍ	شًا

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِالْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّابَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং-৬

- ❖ এ সবক-কে বানান ও রওয়াঁ তথা বানান ব্যতিত উভয় পদ্ধতিতে পড়ুন।
- ❖ হরকত সমূহ, তানভীন ও সকল হরফ বিশেষতঃ হুরুফে মুস্তা'লিয়ার বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখুন।
- ❖ বানান এভাবে করুন: مَلِكُ = ميم যবর مَ، لام, যের لِ، مَلِ، كاف, দুই পেশ كُنْ، مَلِكُ,

طَبَعَ	بَلَغَ	يَدَكَ	صَدَقَ	خَلَقَ	نَزَلَ
اِبِلِ	كَسَبَ	ذَكَرَ	نَظَرَ	فَعَلَ	جَعَلَ
رُبُعُ	حُرُمُ	سُدُسُ	ثُلُثُ	صُحُفُ	رُسُلُ
يَلِجُ	تَجِدُ	تَزِدِ	مَلِكِ	خَطِفَ	حَمِدَ
حُشِرَ	كِبَرُ	قَمَرِ	قُرِئَ	سُئِلَ	قُتِلَ
قُرًى	طُوًى	هُدًى	عَمَلًا	مَرَضًا	اَحَدًا

عُنُقٍ	فِئَةٍ	ظُلَلٍ	سَخَطٍ	ثَمَنٍ	مَسَدٍ
كُتُبٌ	أُذُنٌ	لَعِبٌ	غَضَبٌ	صَمَدٌ	نَفَرٌ
قَتَرَةٌ	شَجَرَةٌ	سَفَرَةٍ	عَلَقَةٍ	قِرَدَةً	دَرَجَةً

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং-(৭): হুরুফে মাদ্দাহ

- ❖ এ আলামত [ـْ] কে জযম বলা হয়। যে হরফের উপর জযম হয় সেটাকে সাকীন বলে।
- ❖ সাকীনকে তার পূর্বের হরকত সম্পন্ন হরফের সাথে মিলিয়ে পড়তে হয়।
- ❖ মদের হরফ ৩ টি যথা: ا، و، ي ;
- ❖ الف আলিফের পূর্বে যবর হলে الف আলিফ মাদ্দ হবে যেমন: (بَا);واؤ ওয়াও সাকীনের পূর্বে পেশ হলে واؤ ওয়াও মাদ্দাহ হবে যেমন: (بُوْ) ياء ইয়া সাকীনের পূর্বে যের হলে ياء ইয়া মাদ হবে যেমন: (بِيْ);
- ❖ হুরুফে মদকে এক আলিফ অর্থাৎ দুই হরকতের সমপরিমান দীর্ঘ বা টেনে পড়তে হয়।

বানান এভাবে করুন: (بَا =اَلِفْ بَا যবর بَا، بُوْ = وَاْوْ بَا পেশ بُوْ ، بِيْ= يَا بَا যের بِيْ =(بِيْ، بُوْ، بَا).

تِيْ	تُوْ	تَا	بِيْ	بُوْ	بَا
جِيْ	جُوْ	جَا	ثِيْ	ثُوْ	ثَا
خِيْ	خُوْ	خَا	حِيْ	حُوْ	حَا
ذِيْ	ذُوْ	ذَا	دِيْ	دُوْ	دَا

زِیْ	زُوْ	زَا	رِیْ	رُوْ	رَا
شِیْ	شُوْ	شَا	سِیْ	سُوْ	سَا
ضِیْ	ضُوْ	ضَا	صِیْ	صُوْ	صَا
ظِیْ	ظُوْ	ظَا	طِیْ	طُوْ	طَا
غِیْ	غُوْ	غَا	عِیْ	عُوْ	عَا
قِیْ	قُوْ	قَا	فِیْ	فُوْ	فَا
لِیْ	لُوْ	لَا	کِیْ	کُوْ	کَا
نِیْ	نُوْ	نَا	مِیْ	مُوْ	مَا
ھِیْ	ھُوْ	ھَا	وِیْ	وُوْ	وَا
یِیْ	یُوْ	یَا	اِیْ	اُوْ	اَ

یَا عَلِیْمُ

আগে ও পরে ১ বার দরূদ শরীফ সহ ২১ বার পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে ৪০ দিন পর্যন্ত সকালে কিছু খাওয়ার পূর্বে পান করবেন (বা পান করাবেন), اِنْ شَآءَاللہ عَزَّوَجَلَّ (পান কারীর) স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি হবে।

(শাজরায়ে আলীয়া কাদেরীয়া রযবীয়া যিয়াইয়া আত্তারিয়া ৪৬ পৃষ্ঠা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِالْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং-(৮):খাড়া হারাকাত

- **খাড়া যবর [ـٰ], খাড়া যের [ـٖ]ও উল্টা পেশ [ـٗ]** কে খাড়া হারাকাত বলে।
- খাড়া হারাকাত হুরুফে মদের স্থলাভিষিক্ত। এজন্য খাড়া হারাকাতকে হুরুফে মদের মত এক আলিফ তথা দুই হারাকাতের সমপরিমাণ দীর্ঘ করে টেনে পড়ুন।
- এ সবক্বেও প্রায় সমুচ্চারিত বর্ণসমূহ অর্থাৎ প্রায় একই ধরনের উচ্চারিত বর্ণসমূহের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বজায় রাখুন।

طٗ	طٖ	طٰ	تٗ	تٖ	تٰ
ذٗ	ذٖ	ذٰ	زٗ	زٖ	زٰ
ثٗ	ثٖ	ثٰ	ظٗ	ظٖ	ظٰ
صٗ	صٖ	صٰ	سٗ	سٖ	سٰ
ضٗ	ضٖ	ضٰ	دٗ	دٖ	دٰ
قٗ	قٖ	قٰ	كٗ	كٖ	كٰ
حٗ	حٖ	حٰ	هٗ	هٖ	هٰ
عٗ	عٖ	عٰ	اٗ - ءٗ	اٖ - ءٖ	اٰ - ءٰ

غٗ	غٖ	غٰ	خٗ	خٖ	خٰ
مٗ	مٖ	مٰ	بٗ	بٖ	بٰ
فٗ	فٖ	فٰ	وٗ	وٖ	وٰ
نٗ	نٖ	نٰ	لٗ	لٖ	لٰ
جٗ	جٖ	جٰ	رٗ	رٖ	رٰ
یٗ	یٖ	یٰ	شٗ	شٖ	شٰ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং-(৯): হুরুফে লীন

- ❖ **হুরুফে লীন ২টি যথা: (১) و ও (২) ى;**
- ❖ واؤ **সাকিনের** পূর্বে যদি **যবর** হয় তবে واؤ লীন হবে যথা (جَوْ) يا **সাকীনের** পূর্বে যদি **যবর** হয় তবে يا লীন হবে যেমন: (جَىْ)
- ❖ **হুরুফে লীনকে ধাক্কা ও টান দেয়া ব্যতিত নরমভাবে মা'রূফ তথা আরবী বাচন পদ্ধতিতে (স্বাভাবিক ভাবে) পড়বেন।**
- ❖ বানান এভাবে করুন: (بَوْ = بَا ,وَاو যবর بَوْ بَىْ = بَا يَا যবর بَىْ = بَوْ ,بَىْ)

بَوُ	بَیُ	تَوُ	تَیُ	ثَوُ	ثَیُ
جَوُ	جَیُ	حَوُ	حَیُ	خَوُ	خَیُ
دَوُ	دَیُ	ذَوُ	ذَیُ	رَوُ	رَیُ
زَوُ	زَیُ	سَوُ	سَیُ	شَوُ	شَیُ
صَوُ	صَیُ	ضَوُ	ضَیُ	طَوُ	طَیُ
ظَوُ	ظَیُ	عَوُ	عَیُ	غَوُ	غَیُ
فَوُ	فَیُ	قَوُ	قَیُ	گَوُ	گَیُ
لَوُ	لَیُ	مَوُ	مَیُ	نَوُ	نَیُ
وَوُ	وَیُ	هَوُ	هَیُ	اَوُ	اَیُ
		یَوُ	یَیُ		

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّابَعْدُ فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং-(১০)

- ❖ এ সবক্বকে **বানান ও বানান ব্যতিত** উভয় পদ্ধতিতে পড়ুন।
- ❖ এ সবক্বে পূর্বের সকল সবক্ব তথা হারাকাত,তানভীন, **হুরুফে মাদ্দাহ, খাড়া হারাকাত** এবং **হুরুফে লীন** অন্তর্ভূক্ত।
- ❖ এ সমস্ত ক্বায়িদার আদায় ও পরিচিতি লাভ করার সাথে বর্ণসমূহের বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখুন বিশেষত: **হুরুফে মুস্তা'লিয়া** সমূহের উচ্চাণের ক্ষেত্রে মনোযোগ দিন।
- ❖ বানান করার ক্ষেত্রে এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন, প্রতিটি বর্ণকে পূর্ববতী বর্ণের সাথে মিলাতে থাকবেন। যেমন- (مَوْضُوْعَةٌ) এর বানান এভাবে করুন: (ميم واو) যবর (مَوْ), ضاد (واو) পেশ (ضُوْ) = (مَوْضُوْ), (عين) যবর (عَ) = (مَوْضُوْعَ), তা দুই পেশ (ةٌ) = (مَوْضُوْعَةٌ)।

قَالَ	صِرَاطَ	هٰذَا	ذٰلِكَ	كَانُوْا	قَالُوْا
لَهٗ	سَوْفَ	قَوْلٌ	فِيْهِ	نُوْحِيْهِ	بِهٖ
لَيْسَ	بَيْنَ	عَذَابًا	مَتَاعًا	طَغٰى	شَكُوْرًا
غَفُوْرًا	دَاوٗدَ	خَوْفٍ	يَوْمٍ	قِيْلَ	حِيْلَ
رُسُلِهٖ	رَسُوْلِهٖ	اِلَيْهِ	عَلَيْهِ	صَوَابًا	مَاٰبًا
صَلٰوةً	زَكٰوةً	رَسُوْلٍ	مَحْفُوْظٍ	مَقَامُهٗ	خِتٰمُهٗ

لَوۡحٍ	حَوۡلٍ	دِيۡنٌ	بَشِيۡرٌ	قَوۡمِهٖ	هَدَيۡنَا
بَيۡنَنَا	زَاهِدِيۡنَ	رَاكِعُوۡنَ	عِيۡسٰى	مُوۡسٰى	صُدُوۡرِ
اُوۡى	قَوۡلًا	قَوۡمًا	مِيۡقَاتًا	مُنِيۡرًا	شَيۡءٍ
شَيۡـًٔا	هٰرُوۡنَ	سُلَيۡمٰنَ	شُهُوۡدٌ	قُعُوۡدٌ	وَدُوۡدٌ
يَوۡمَئِذٍ	مَوۡعِدُهٗ	كَرِيۡمٍ	وَكِيۡلٍ	نُوۡرِهٖ	اَرَءَيۡتَ
اَفَرَءَيۡتَ	مَوۡعِظَةٌ	مَوۡضُوۡعَةٌ	مَوۡءٗدَةٌ	سَمِيۡعٌ	عَزِيۡزٌ
يَدَيۡهِ	حَيۡثُ	غَيۡبٌ	سَمٰوٰتٍ	كَلِمٰتٍ	لَشَيۡءٌ
قُرَيۡشٍ	بِاٰيٰتِنَا	مِهٰدًا	عٰلِمٌ	كِتٰبٌ	سَلٰمٌ
اُوۡذِيۡنَا	اُوۡتِيۡنَا	اَوۡحَيۡنَا	نُوۡحِيۡهَا	اٰتُوۡنِيۡ	اٰمِنُوۡا بِيۡ

تُدِيۡرُوۡنَهَا	فَلَا تَمِيۡلُوۡا	مَا خَلَفۡتُمُوۡنِيۡ
فَلَا تَلُوۡمُوۡنِيۡ	وَلَا يُحِيۡطُوۡنَ	

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

সবক্ব নং-(১১) সুকূন (জযম)

- ❖ যেরূপ আপনারা পূর্ববতী সবক্বে পড়েছিলেন [ْ]এ চিহ্নকে **জযম ও জযম** বিশিষ্ট বর্ণকে সাকীন বলে।
- ❖ জযম বিশিষ্ট বর্ণ তার পূর্বের হরকত বিশিষ্ট বর্ণের সাথে মিলে উচ্চারণ হয়।
- ❖ **হামযা সাকীনকে** (اْ ,ءْ) সর্বদা ধাক্কা দিয়ে পড়ুন।
- ❖ **হুরুফে ক্বলক্বলা ৫ টি** ق , ط , ب , ج , د, এদের সমষ্টি হচ্ছে: (قُطُبُ جَدٍّ);
- ❖ ক্বলক্বলা শব্দের অর্থ হচ্ছে কম্পন তথা স্পন্দন ও নড়াচড়া করা এসব বর্ণ উচ্চারণ করার সময় মাখরাজে কম্পন বা স্পন্দনের মত হয় তাই আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে বের হয়।
- ❖ যখন **হুরুফে ক্বলক্বলা সাকীন বিশিষ্ট হয় তখন ক্বলক্বলা খুব স্পষ্ট করে পড়তে হয়।**
- ❖ এ সবক্বে **হুরুফে ক্বলক্বলা** ও **হামযা সাকীনের** উচ্চারণে সজাগ দৃষ্টি রাখুন এবং প্রায় সমুচ্চারিত বর্ণের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট পার্থক্য বজায় রাখুন।

اُطْ	اِطْ	اَطْ	اُتْ	اِتْ	اَتْ
اُذْ	اِذْ	اَذْ	اُزْ	اِزْ	اَزْ
اُثْ	اِثْ	اَثْ	اُظْ	اِظْ	اَظْ
اُصْ	اِصْ	اَصْ	اُسْ	اِسْ	اَسْ
اُضْ	اِضْ	اَضْ	اُدْ	اِدْ	اَدْ
اُقْ	اِقْ	اَقْ	اُكْ	اِكْ	اَكْ

اُحْ	اِحْ	اَحْ	اُهْ	اِهْ	اَهْ
اُعْ	اِعْ	اَعْ	اُءْ	اِءْ	اَءْ
اُغْ	اِغْ	اَغْ	اُخْ	اِخْ	اَخْ
اُمْ	اِمْ	اَمْ	اُبْ	اِبْ	اَبْ
اُفْ	اِفْ	اَفْ	اُوْ	“واو” সাকিনের পূর্বে যের হয় না।	اَوْ
اُنْ	اِنْ	اَنْ	اُلْ	اِلْ	اَلْ
اُجْ	اِجْ	اَجْ	اُرْ	اِرْ	اَرْ
“ى” সাকিনের পূর্বে পেশ হয় না।	اِىْ	اَىْ	اُشْ	اِشْ	اَشْ

অনুশীলন

بَلْ	مَنْ	عَنْ	اِنْ	قُلْ
قَدْ	ذُقْ	هُمْ	كُمْ	لَمْ

اِصْطَبِرْ	مُسْتَطَرٌ	فَاغْفِرْ	اَعْيُنْ	اَعْنَابًا
زَجْرَةٌ	نُطْفَةٍ	مُدْهِنُوْنَ	اَبْوَابًا	فَافْرُقْ
يُقْرِضُ	يُغْنِىْ	تَجْرِىْ	جَمْعًا	فَتْحٌ
مُؤْمِنِيْنَ	مُؤْمِنُوْنَ	يُؤْمِنُوْنَ	مُؤْصَدَةٌ	اِقْرَاْ
شَاْنٌ	كَاْسًا	بِئْسَ	يَشَاْ	نَشَاْ
اِثْمٌ	يَبْحَثْ	اَحْيَا	اُخْرٰى	اِذْهَبْ
اُشْدُدْ	اِرْكَبْ	حُشِرَتْ	نُشِرَتْ	اَحْضَرَتْ
طُمِسَتْ	فُرِجَتْ	نُسِفَتْ	يُظْلَمُوْنَ	يَظْهَرُ
اِصْبِرْ	بَيْنَكُمْ	بَيْنَهُمْ	فَضْلِكَ	عَلَيْهِمْ

اَعْمَالَهُمْ	اَعْمَالَكُمْ	اَيْدِيْهِمْ

يَسْتَبْدِلْ	يَسْتَفْتِحُوْنَ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং-(১২) নূনে সাকীন ও তানভীন (ইযহার, ইখফা)

❖ নূনে সাকীন ও তানভীনের চারটি ক্বায়দা বা সূত্র রয়েছে: **(১) ইযহার**, **(২) ইখফা**, (৩) ইদগাম (৪) ইক্বলাব।

❖ **(১) ইযহার:** নূনে সাকীন বা তানভীনের পর যদি হুরুফে হলক্বী থেকে কোন একটি হরফ আসে তবে ইযহার হবে অর্থাৎ নূন সাকীন ও তানভীনকে গুন্না করবেন না। হুরুফে হলক্ব ছয়টি যথা:

ء, ه, ع, ح, غ, خ

❖ **(২) ইখফা:** নূনে সাকীন ও তানভীনের পর যদি ইখফার হরফ সমূহ থেকে কোন একটি হরফ আসে তবে ইখফা করুন অর্থাৎ নূনে সাকীন ও তানভীনকে গুন্না করে পড়বেন। ইখফার হরফ ১৫ টি যথা:

ك ও ق , ف , ظ , ط , ض , ص , ش , س , ز , ذ , د , ج , ث , ت ।

বি:দ্র: ইদগাম ও ইক্বলাবের ক্বায়দা সবক্ব নং ১৪ এর মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

مِنْ اَجَلٍ	مِنْ هَادٍ	مِنْ عَلَقٍ	مِنْ حَكِيْمٍ
مِنْ غَفُوْرٍ	مِنْ خَوْفٍ	فَمَنْ تَبِعَ	مِنْ ثَمَرَةٍ
مِنْ جُوْعٍ	مِنْ دُوْنِكُمْ	مِنْ ذَهَبٍ	فَاِنْ زَلَلْتُمْ
مَنْ سَفِهَ	مَنْ شَكَرَ	مِنْ صَلْصَالٍ	اِنْ ضَلَلْتُ
مِنْ طِيْنٍ	مَنْ ظَلَمَ	مِنْ فُرُوْجٍ	مِنْ قَبْلُ
مِنْ كِتٰبٍ	يَنْئَوْنَ	مِنْهُمْ	اَنْعَمْتَ

وَانْحَرْ	فَسَيُنْغِضُوْنَ	وَالْمُنْخَنِقَةُ	اَنْتَ
تَنْسَوْنَ	نُنْشِزُهَا	يَنْصُرُوْنَ	مَنْضُوْدٍ
يَنْطِقُوْنَ	اُنْظُرْ	اَنْفُسَكُمْ	يَنْقُضُوْنَ
مِنْكُمْ	عَذَابًا اَلِيْمًا	خَيْرٍ تَجِدُوْهُ	عَدْنٍ تَجْرِيْ

بَلَدًا اٰمِنًا	قَوْلًا ثَقِيْلًا	شِهَابٌ ثَاقِبٌ
نُوْحًا هَدَيْنَا	فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ	خَلْقٍ جَدِيْدٍ
جُرُفٍ هَارٍ	كَاْسًا دِهَاقًا	بَخْسٍ دَرَاهِمَ
سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ	سِرَاعًا ذٰلِكَ	يَتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ
خُلُقٍ عَظِيْمٍ	صَعِيْدًا زَلَقًا	يَوْمَئِذٍ زُرْقًا
قَرْضًا حَسَنًا	قَوْلًا سَدِيْدًا	بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ
مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ	بَاْسٍ شَدِيْدٍ	عَذَابٌ شَدِيْدٌ
قَوْمًا غَيْرَكُمْ	عَمَلًا صَالِحًا	رِجَالٌ صَدَقُوْا

قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ	عَذَابًا ضِعْفًا	مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ
عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ	سَبْحًا طَوِيْلًا	سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا
رَفْرَفٍ خُضْرٍ	سَحَابٌ ظُلُمٰتٌ	نَفْسٍ ظَلَمَتْ
قَوْمًا فَاسِقِيْنَ	سُبُلًا فِجَاجًا	ثَمَنًا قَلِيْلًا
فَتْحٌ قَرِيْبٌ	رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ	كِرَامًا كَاتِبِيْنَ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং-(১৩) তাশদীদ

- তিন দাঁত বিশিষ্ট (ّ) এ চিহ্নকে **তাশদীদ** বলে। যে হরফে তাশদীদ হয় সেটাকে মুশাদ্দাদ বলে।
- তাশদীদ যুক্ত হরফকে দু'বার উচ্চারণ করতে হয়,একবার তার পূর্ববর্তী মুতাহাররাক তথা হরকত বিশিষ্ট হরফের সাথে মিলিয়ে এবং দ্বিতীয়বার নিজ হরকতের ভিত্তিতে একটু থেমে।
- নূনে মুশাদ্দাদ ও মীমে মুশাদ্দাদে সর্বদা গুন্না হয়। গুন্না বলা হয় নাকের ভিতর আওয়াজ নিয়ে যাওয়া আর গুন্নার পরিমাণ হচ্ছে এক আলিফের সমপরিমাণ।
- যখন হুরুফে ক্বলক্বলা মুশাদ্দাদ হয় তবে সেটাকে দৃঢ়তার সাথে উচ্চারণ করতে হবে।
- প্রথম হরফ যদি মুতাহাররাক তথা হরকত বিশিষ্ট হয়, দ্বিতীয় হরফ সাকীন এবং তৃতীয় হরফ মুশাদ্দাদ হয় তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে (সর্বদা নয়) সাকীন বর্ণকে ছেড়ে দিয়ে হরকত বিশিষ্ট হরফকে তাশদীদ যুক্ত হরফের সাথে মিলিয়ে পড়া হয়। যেমন: عَبَدْتُّمْ (কে عَبَتُّمْ পড়তে হবে)
- এ সবক্বে তাশদীদের অনুশীলনের সাথে সাথে প্রায় সমুচ্চারিত বর্ণ অর্থাৎ প্রায় একই ধরনের আওয়াজ বিশিষ্ট বর্ণসমূহে সুস্পষ্ট পার্থক্য বজায় রাখুন।

اَتَّ	اِتَّ	اُتَّ	اَطَّ	اِطَّ	اُطَّ
اَزَّ	اِزَّ	اُزَّ	اَذَّ	اِذَّ	اُذَّ
اَظَّ	اِظَّ	اُظَّ	اَثَّ	اِثَّ	اُثَّ
اَسَّ	اِسَّ	اُسَّ	اَصَّ	اِصَّ	اُصَّ
اَدَّ	اِدَّ	اُدَّ	اَضَّ	اِضَّ	اُضَّ
اَكَّ	اِكَّ	اُكَّ	اَقَّ	اِقَّ	اُقَّ
اَهَّ	اِهَّ	اُهَّ	اَحَّ	اِحَّ	اُحَّ
اَعَّ	اِعَّ	اُعَّ	اَخَّ	اِخَّ	اُخَّ
اَبَّ	اِبَّ	اُبَّ	اَمَّ	اِمَّ	اُمَّ
اَوَّ	اِوَّ	اُوَّ	اَفَّ	اِفَّ	اُفَّ
اَلَّ	اِلَّ	اُلَّ	اَنَّ	اِنَّ	اُنَّ
اَرَّ	اِرَّ	اُرَّ	اَجَّ	اِجَّ	اُجَّ
اَشَّ	اِشَّ	اُشَّ	اَیَّ	اِیَّ	اُیَّ

رَبِّ	رَبِّىْ	رَبِّهٖ	اِنَّ	اِنَّا	اِنِّىْ
مِنَّا	مِنِّىْ	ثُمَّ	وَلَمَّا	حَبَّبَ	اَحَبَّ
وَالتِّيْنِ	بِالتَّقْوٰى	اَلثَّاقِبُ	ثَجَّاجًا	فِى الْحَجِّ	شُحَّ
مُسَخَّرَاتٍ	صَدَّقَ	تَصَدّٰى	اَلدَّرَجَاتِ	مِنَ الدَّمْعِ	وَالذّٰكِرِيْنَ
اَلرَّحْمٰنُ	نُزِّلَ	فَسَنُيَسِّرُهٗ	وَالشَّمْسِ	نَقُصُّ	وَالصّٰلِحِيْنَ
فَضَّلْنَا	وَالضُّحٰى	وَالطُّوْرِ	وَالطَّيْرِ	اَلطَّلَاقُ	وَالظَّاهِرُ
لِلظّٰلِمِيْنَ	سُعِّرَتْ	يُوَفَّ	حُقَّتْ	حَقٌّ	رَكَّبَكَ
وَالَّذِيْنَ	مِمَّا	اُمَّةٍ	فَاُمُّهٗ	مُسَمًّى	جَنّٰتٍ
وَالنّٰشِطٰتِ	وَالنَّجْمِ	كُوِّرَتْ	مُطَهَّرَةً	سُيِّرَتْ	يَذَّكَّرُ
لِيَدَّبَّرُوْا	ذُرِّيَّتَهٗ	مُزَّمِّلُ	مُدَّثِّرُ	عَلَى النَّبِيِّ	يَسَّمَّعُوْنَ
عِلِّيُّوْنَ	يَزَّكّٰى	مِنَ الطَّيِّبٰتِ	اِنَّ الظَّنَّ	مَدَّ الظِّلَّ	شَرِّ النَّفّٰثٰتِ
يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ	رَبُّ السَّمٰوٰتِ	اَحَطْتُّ	بَسَطْتَّ		
نَخْلُقْكُّمْ	قَدْ تَّبَيَّنَ	عَبَدْتُّمْ	اِذْ ظَّلَمُوْا	قَدْ دَّخَلُوْا	اِذْ ذَّهَبَ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং-(১৪) নূনে সাকীন ও তানভীন (ইদগাম, ইক্বলাব)

❖ (৩) *ইদগাম:* নূনে সাকীন ও তানভীনের পর يرملون এর ছয়টি হরফ থেকে কোন একটি হরফ আসলে ইদগাম হবে। 'ر' ও 'ل' গুন্না ব্যতিত (ইদগামে বে গুন্না) এবং অবশিষ্ট চার হরফ (ن,و,م,ی) গুন্না সহকারে ইদগাম (ইদগামে বা গুন্না) করতে হবে। يرملون শব্দের মধ্যে ছয়টি বর্ণ রয়েছে আর তা হচ্ছে এই ی, ر, م, ل, و ও ن;

❖ (৪) *ইক্বলাব*: নূনে সাকীন ও তানভীনের পর ب হরফটি আসলে ইক্বলাব করুন অর্থাৎ নূনে সাকীন ও তানভীনকে মীম দ্বারা পরিবর্তন করে ইখ্‌ফা অর্থাৎ গুন্না করে পড়বেন।

❖ ইদগামের বানান এভাবে করুন যেমন : (مَنْ يَّقُوْلُ) মীম নূন ইয়া যবর مَنْ ইয়া যবর مَنْ يَّ = یَ, ক্বাফ ওয়াও পেশ مَنْ يَّقُوْ = قُوْ, লাম পেশ لُ = (مَنْ يَّقُوْلُ);

❖ ইক্বলাবের বানান এভাবে করুন যেমন: مِنْۢ بَعْدِ = মীম নূন যের مِنْ, বা আইন যবর مِنْۢ بَعْ = بَعْ দাল যের مِنْۢ بَعْدِ = دِ।

مَنْ يَّقُوْلُ	مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ	مِنْ يَّوْمٍ	مِنْ وَّلِيٍّ
مِنْ مَّشْهَدٍ	مِنْ مِّثْلِهٖ	مِنْ نَّصِيْرٍ	مِنْ نُّطْفَةٍ
مِنْ رَّبِّكَ	مِنْ رَّبِّهِمْ	مِنْ لَّدُنْهُ	يَكُنْ لَّهٗ
كِتٰبًا يَّلْقٰهُ	رَجُلٌ يَّسْعٰى	هُدًى وَّ ذِكْرٰى	وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ
بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ	سِرَاجًا مُّنِيْرًا	حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ	خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ
مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ	رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ	مُصَدِّقًا لِّمَا	وَيْلٌ لِّكُلِّ

لَيُنْۢبَذَنَّ	اَنْۢبِئْهُمْ	مِنْۢ بَقْلِهَا	مِنْۢ بَعْدِ
كِرَامٍۢ بَرَرَةٍ	جَنَّةٍۢ بِرَبْوَةٍ	خَبِيْرًاۢ بَصِيْرًا	قَوْلًاۢ بَلِيْغًا
	صُمٌّۢ بُكْمٌ	حِلٌّۢ بِهٰذَا	

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং-(১৫) মীম সাকীনের ক্বায়িদা সমূহ

- মীম সাকীনের ক্বায়িদা তিনটি: (১) ইদগামে শাফাভী (২) ইখফায়ে শাফাভী (৩) ইযহারে শাফাভী
- ***(১) ইদগামে শাফাভী***: মীমে সাকীনের পর **দ্বিতীয় মীম** আসলে, মীমে সাকীনে ইদগামে শাফাভী হবে অর্থাৎ গুন্না করতে হবে।
- ***(২) ইখফায়ে শাফাভী***: মীমে সাকীনের পর ب, হরফটি আসলে তবে মীম সাকীন ইখফায়ে শাফাভী হবে অর্থাৎ গুন্না করতে হবে।
- (৩) ইযহারে শাফাভী: মীমে সাকীনের পর ب ও م, ব্যতিত অন্য যে কোন বর্ণ আসলে মীম সাকীনে ইযহারে শাফাভী হবে অর্থাৎ গুন্না করা যাবে না।

هُمْ فِيْهَا	كُنْتُمْ بِهٖ	اَلَمْ تَرَ	اَنْتُمْ مُّظْلِمُوْنَ
اَمْضٰى	تَاْتِهِمْ بِاٰيَةٍ	وَالْاَمْرُ	وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ
وَاَمْطَرْنَا	عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ	لَمْ يَلِدْ	اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ
اَلَمْ نَشْرَحْ	تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ	لَكُمْ دِيْنُكُمْ	فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ

وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ	وَخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا	وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ	اَمْ صَبَرْنَا
لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى	ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ	بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ	عَلَيْهِمْ غَضَبٌ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং-(১৬) (তাফখীম) "পোর" ও (তারক্বীক্ব) "বারিক"

- ❖ তাফখীম অর্থ হরফকে পোর অর্থাৎ মোটা করে পড়া এবং তারক্বীক্ব অর্থ হরফকে বারিক তথা চিকন করে পড়া।
- ❖ اَلِفْ, ل ও ر এই তিনটি হরফকে কোন সময় পোর তথা মোটা আবার কোন সময় বারিক বা চিকন করে পড়া হয়।
- ❖ اَلِفْ:এর পূর্বে যদি পোর হরফ আসে তবে আলিফকে পোর আর বারিক হরফ আসলে তবে আলিফকে বারিক করে পড়তে হয়।
- ❖ لَامْ: اللّٰه(عَزَّوَجَلَّ) এর মহত্বপূর্ণ নাম এর لَامْ হরফের পূর্বের হরফের উপর যদি যবর কিংবা পেশ হয় اللّٰه(عَزَّوَجَلَّ) এর মহত্বপূর্ণ নাম কে পোর তথা মোটা করে পড়ুন, اَللّٰه(عَزَّوَجَلَّ) এর মহত্বপূর্ণ নাম এর لَامْ হরফের পূর্বের হরফের নীচে যদি যের হয় তবে اللّٰه(عَزَّوَجَلَّ) এর মহত্বপূর্ণ নাম এর لَامْকে বারিক বা চিকন করে পড়ুন।
- ❖ اللّٰه(عَزَّوَجَلَّ) এর মহত্বপূর্ণ নাম এর لَامْ ব্যতিত অন্যান্য সকল لَامْ কে বারিক পড়বেন।
- ❖ **ر কে পোর বা মোটা পড়ার ক্বায়িদা সমূহ:**
  - ر এর উপর যবর কিংবা পেশ হলে।
  - ر এর উপর দুই যবর বা দুই পেশ হলে।
  - ر এর উপর খাড়া যবর হলে।
  - ر সাকীনের পূর্ববতী হরফের উপর যবর বা পেশ হলে।
  - ر সাকীনের পূর্বে আরিজী যের হলে।
  - ر সাকীনের পূর্বে অন্য শব্দে যের হলে।
  - ر সাকীনের পর হুরুফে মুস্তা'লিয়া থেকে কোন হরফ ঐ শব্দে হলে।

❖ **র কে বারিক বা চিকন করে পড়ার ক্বায়িদা সমূহ :**

✱ র এর নীচে এক যের বা দুই যের হলে। ✱ র সাকীনের পূর্বে আসলী যের ঐ শব্দে হলে।

✱ র সাকীনের পূর্বে ইয়া সাকীন হলে।

❖ **আরিজী হরকত:** কুরআনে পাকে কোন কোন শব্দ আলিফ দ্বারা আরম্ভ হয় এবং ঐ আলিফের উপর কোন হরকত থাকে না। ঐ আলিফের উপর যে হরকত দিয়ে পড়বেন ঐ হরকত আরিজী হবে যেমন: (اِرْجِعِىْ) এর আলিফের নীচের যের আরিজী।

❖ বি:দ্র: একই শব্দে র সাকীনের পূর্বে আসলী যের হলে এবং ঐ র সাকীনের পর হরফে মুস্তা'লিয়া থাকলে তখন ঐ র সাকীনকে পোর বা মোটা পড়তে হবে। যেমন:- مِرْصَادٍ

مَفَازًا	مَالًا	كَانَ	سِرَاجًا	صِرَاطَ	قَالَ
طَعَامٍ	غَاسِقٍ	عَابِدٌ	خَالِدًا	تَابُوْا	طَالِبٌ
مِنَ اللّٰهِ	هُوَ اللّٰهُ	اِنَّ اللّٰهَ	فَاللّٰهُ	وَاللّٰهُ	اَللّٰهُ
بِسْمِ اللّٰهِ	بِاللّٰهِ	لِلّٰهِ	قَالُوا اللّٰهُمَّ	رَضِىَ اللّٰهُ	رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلٰوةً	عَلٰى	اِنَّ الَّذِيْنَ	اِلَّا الَّذِيْنَ	مَاوَلّٰهُمْ	قُلِ اللّٰهُمَّ
اَجْرٌ	اَجْرًا	اَكْثَرُ	رُزِقُوْا	اَلَمْ تَرَ	رَجُلٌ
اِرْجِعْ	يُرْزَقُوْنَ	تُرْجِعُوْنَ	اَمْ صَبَرْنَا	عَرْشٌ	اِبْرٰهِيْمَ
اِنِ ارْتَبْتُمْ	رَبِّ ارْجِعُوْنِ	رَبِّ ارْحَمْهُمَا	اِرْكَعُوْا	اِرْجِعِىْ	اِرْجِعُوْا
وَالنَّهَارِ	فِىْ قِرْطَاسٍ	مِرْصَادٍ	فِرْقَةٍ	كُلُّ فِرْقٍ	اَمِ ارْتَابُوْا
نَذِيْرٌ ○	خَيْرٌ ○	قُمْ فَاَنْذِرْ	فَاصْبِرْ	اَمْرِ	رِجَالٌ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং-(১৭) মাদ্দ সমূহ

❖ মাদ শব্দের অর্থ দীর্ঘ করা, টানা। মদের উপকরণ ২ টি: (১) হামযা [ـٔ] (২) সাকীন [ـْ]

❖ মাদ্দ মোট ছয় প্রকার: **(১)মাদ্দে মুত্তাসিল (২) মাদ্দে মুনফাসিল, (৩) মাদ্দে লাযিম, (৪) মাদ্দে লীন লাযিম, (৫) মাদ্দে আরিয (৬) মাদ্দে লীন আরিয।**

(১) মাদ্দে মুত্তাসিল: মদ্দের হরফের পর একই শব্দে যদি হামযা হয় তবে মদ্দে মুত্তাসিল হবে। যেমন: (جَآءَ);

❖ **(২) মাদ্দে মুনফাসিল:** মাদের হরফের পর যদি দ্বিতীয় শব্দে হামযা হয় তবে মদ্দে মুনফাসিল যেমন: (فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ)

❖ মাদ্দে মুত্তাসিল ও মাদ্দে মুনফাসিলকে দুই, আড়াই বা চার আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ বা টেনে পড়বেন।

❖ **(৩) মাদ্দে লাযিম:** মাদের হরফের পর [ـْ , ـّ] আসলি সাকীন হয়, তাকে মাদ্দে লাযিম বলে। যেমন: (جَآنٌّ);

❖ **(৪) মাদ্দে লীন লাযিম:** হরফে লীনের পর আসলী সাকীন [ـْ] হলে, তাকে মাদ্দে লীন লাযিম বলে। যেমন: (عَيْٓنْ);

❖ মাদ্দে লাযিম ও মাদ্দে লীন লাযিমকে তিন, চার বা পাঁচ আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ বা টেনে পড়বেন।

❖ **(৫) মাদ্দে আরিয:** মাদের হরফের পর যদি আরিযী সাকীন হয় (অর্থাৎ ওয়াক্বফের কারণে কোন হরফ সাকীন হলে) তখন মাদ্দে আরিয হয়। যেমন: (مُسْلِمُوْنَ ○);

❖ **(৬) মাদ্দে লীন আরিয:** হরফে লীনের পর যদি আরিযী সাকীন হয় (অর্থাৎ ওয়াক্বফের কারণে কোন হরফ সাকীন হলে) তবে মাদের লীন আরিয হবে। যেমন: (شَفَتَيْنِ)

❖ মাদ্দে আরিয ও মাদ্দে লীন আরিযকে তিন আলিফ পর্যন্ত দীর্ঘ বা টেনে পড়বেন।

❖ মাদ্দ সমূহের বানান এভাবে করুন যেমন: (جَآئْءَ = جيم ইয়া যের جِئْ, همزه যবর ءَ = ءَ جَآئْءَ، ضَآلًّا ضَآلًّا = لاًّ দুই যবর لَآمْ, ضَآلّ যবর لَآم اَلِفْ ضَادْ,

اُولٰٓئِكَ	سَيِّـٰٓـَٔتُ	وَالّٰٓـِٔىْ	جِاْىٓءَ	جَآءَ
قَالُوْٓا اٰمَنَّا	بِمَآ اُنْزِلَ	اَوْلِيَآءَ	قُرُوْٓءٍ	حَدَآئِقَ
وَحَآجَّهٗ	حَآجُّوْكَ	وَالصّٰٓفّٰتِ	اَلْحَآقَّةُ	كَآفَّةً
وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝		اَنْ يَّتَمَآسَّا	يُحَآدُّوْنَ	تَحٰٓضُّوْنَ
دَآبَّةٍ	ضَآلًّا	يٰبَنِىٓ اِسْرَآءِيْلَ	هٰٓؤُلَآءِ	يٰٓاَرْضُ
اَتُحَآجُّوْٓنِّىْ	مُدْهَآمَّتٰنِ	جَآنٌّ	ءٰٓالذَّكَرَيْنِ	آٰلْـٰٔنَ
قُرَيْشٍ ۝	خَوْفٍ ۝	رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝	يَتَسَآءَلُوْنَ ۝	يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ ۝

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং-(১৮) হুরুফে মুক্বাত্তি'আত

❖ হুরুফে মুক্বাত্তি'আত কুরআনে পাকের কতিপয় সূরার শুরুতে রয়েছে।

❖ এ হরফ গুলোকে একক হরফের মত পৃথক পৃথক করে এভাবে পড়ুন যেন মাদ্দের পরিমাণ পরিপূর্ণ হয়। এছাড়া ইখফা ও ইদগামের ক্ষেত্রে গুন্নাও করুন।

(الٓمّٓ ۝ اللّٰهُ) কে পড়ার দু'টি পদ্ধতি রয়েছে:

(১) **ওয়াসাল** তথা মিলিয়ে যেমন: (اَلِفْ لَآمْ مِّيْمَ اللّٰهُ) ও

(২) **ওয়াক্বফ** তথা থেমে থেমে পৃথক করে। যেমন: (اَلِفْ لَآمْ مِّيْمْ ۝ اللّٰهُ).

طٰهٰ طَاهَا	نٓ نُوْنْ	قٓ قَافْ	صٓ صَادْ
الٓرٰ اَلِفْ لَامْ رَا	حٰمٓ حَامِيْمْ	طٰسٓ طَاسِيْنْ	يٰسٓ يَاسِيْنْ
عٓسٓقٓ عَيْنْ سِيْنْ قَافْ	حٰمٓ حَامِيْمْ	الٓمٓرٰ اَلِفْ لَامْ مِّيْمْ رَا	الٓمٓ اَلِفْ لَامْ مِّيْمْ
كٓهٰيٰعٓصٓ كَافْ هَا يَا عَيْنْ صَادْ	الٓمٓ ۚ اللّٰهُ اَلِفْ لَامْ مِّيْمْ ۚ اللّٰهُ	الٓمٓصٓ اَلِفْ لَامْ مِّيْمْ صَادْ	طٰسٓمٓ طَا سِيْنْ مِّيْمْ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং-(১৯) অতিরিক্ত আলিফ (اْ)

❖ কুরআনে পাকের কোন কোন স্থানে আলিফের উপর গোল বৃত্তের চিহ্ন "০" থাকে। এ ধরনের আলিফকে অতিরিক্ত আলিফ বলে। এ আলিফকে পড়বেন না।

لَآ اِلَى اللّٰهِ পারা- ৪, আলে ইমরান, ১৫৮	اَفَا۟ئِنْ مِّتَّ পারা- ১৭, আম্বিয়া, ৩৪	اَفَا۟ئِنْ مَّاتَ পারা- ৪, আলে ইমরান, ১৪৪	اَنَا۟ প্রত্যেক স্থানে
مَلَا۟ئِهٖ প্রত্যেক স্থানে	لٰكِنَّا۟ هُوَ اللّٰهُ পারা- ১৫, কাহাফ, ৩৮	لِشَا۟يْءٍ পারা- ১৫, কাহাফ, ২৩	لَا۟اِلَى الْجَحِيْمِ পারা- ২৩, সাফ্ফাত, ৬৮
لَا۟ اَنْتُمْ পারা- ২৮, হাশর, ১৩	لَا۟ اَذْبَحَنَّهٗ পারা- ১৯, নমল, ২১	وَلَا۟ اَوْضَعُوْا পারা- ১০, তাওবা, ২৭	اَنْ تَبُوْٓءَا۟ পারা- ৬, মায়িদা, ২৯
ثَمُوْدَا۟ পারা- ১৯, ফুকান, ৩৮	ثَمُوْدَا۟ পারা- ২৭, নজম, ৫১	وَمَلَا۟ئِهِمْ পারা- ১১, ইউনুস, ৮৩	مِنْ نَّبَا۟ئِ পারা- ৭, আনআম, ৩৪
لِيَرْبُوَا۟ فِيْ পারা- ২১, রুম, ৩৯	لَنْ نَّدْعُوَا۟ পারা- ১৫, কাহাফ, ১৪	لِتَتْلُوَا۟ পারা- ১৩, আর রা'দ, ৩৫	اِنَّ ثَمُوْدَا۟ পারা- ১২, হুদ, ৬৮
قَوَارِيْرَا۟ পারা- ২৯, আদ্দাহর, ৪	سَلٰسِلَا۟ পারা- ২৯, আদ্দাহর, ৪	وَنَبْلُوَا۟ পারা- ২৬, মুহাম্মদ, ৩১	لِيَبْلُوَا۟ পারা-২৬, মুহাম্মদ, ৪

❖ নিম্নে লিখিত ছয়টি শব্দে এ চিহ্ন (۠) বিশিষ্ট আলিফকে ওয়সাল তথা মিলিয়ে পড়বেন না। কিন্তু ওয়াক্বফ তথা থেমে পড়বেন।

اَنَا۠	قَوَارِيْرَا۠	اَلسَّبِيْلَا۠	اَلرَّسُوْلَا۠	اَلظُّنُوْنَا۠	لٰكِنَّا۠
প্রত্যেক স্থানে	পারা- ২৯, আদ্‌দাহর,১৫	পারা- ২২, আহযাব, ৬৭	পারা- ২২, আহযাব, ২২	পারা- ২১, আহযাব, ১০	পারা- ১৫, কাহাফ, ৩৮

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ؕ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ؕ

সবক্ব নং-(২০) বিবিধ ক্বায়িদা

❖ **ইযহারে মুতলাক:** নিম্নলিখিত চারটি শব্দে নূনে সাকীনের পর يرملون এর হরফ সমূহ একই শব্দে আসার কারণে ইদগাম হবেনা বরং ইযহারে মুতলাক্ব হবে, তাই এ চারটি শব্দে গুন্না করবেন না।

قِنْوَانٌ	صِنْوَانٌ	بُنْيَانٌ	دُنْيَا

❖ **সাক্‌তা:** আওয়াজ বন্ধ করে শ্বাস নেওয়া ব্যতিত সামনের দিকে পড়াকে সাক্‌তা বলে অর্থাৎ আওয়াজ বন্ধ হয়ে যাবে কিন্তু শ্বাস জারী থাকবে। নিম্নলিখিত চারটি শব্দে সাক্‌তা করা ওয়াজিব।

عِوَجًا ۜ سكتة قَيِّمًا	مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ سكتة هٰذَا	كَلَّا بَلْ ۜ سكتة رَانَ	وَقِيْلَ مَنْ ۜ سكتة رَاقٍ
পারা- ১৫, কাহাফ, ১	পারা- ২৩, ইয়াসিন, ৫২	পারা- ৩০, মুতাফ্‌ফিফীন, ১৪	পারা- ২৯, কিয়ামা, ২৭

❖ صۜ : কুরআন শরীফে চারটি শব্দ ص, দ্বারা লিখিত আছে যার উপরে ছোট অক্ষরে س ও লিখা থাকে। সে শব্দগুলো পড়ার নিয়ম নিম্নরূপ- (১) ও (২) নং ঘরের শব্দদ্বয়ে কেবল س পড়ুন (৩) নং ঘরে ص এবং س উভয়টা পড়া জায়িয। (৪) নং ঘরে শুধুমাত্র ص পড়বেন।

بِمُصَۜيْطِرٍ	اَمْ هُمُ الْمُصَۜيْطِرُوْنَ	بَصْۜطَةً	يَبْصُۜطُ
পারা- ৩০, গাশিয়া, ২২	পারা- ২৭, তূর, ৩৭	পারা- ৮, আ'রাফ, ৬৯	পারা- ২, বাকারা, ২৪৫

- **তাসহীল:** তাসহীল শব্দের অর্থ নম্রতা করা অর্থাৎ দ্বিতীয় হামযাকে নরম করে পড়া। কুরআনে পাকে শুধুমাত্র একটি শব্দে তাসহীল করে পাঠ করা ওয়াজিব।
- **ইমালাহ:** যবরকে যের এর দিকে এবং আলিফকে ইয়া এর দিকে ঝুকিয়ে পড়াকে ইমালাহ বলে। ইমালাহ এর ر কে উর্দূ শব্দ قطرے এর মত পড়তে হবে। অর্থাৎ রী নয় রে পড়বেন।
- ইমালাহ এর বানান এভাবে করুন: جيم ميم যবর مَجْ,را ইমালাহ যুক্ত رے (مَجْرِ) ,الف ها যবর مَجْرِهَا=هَا.
- بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ: এ বাক্যে লাম এর পূর্বের ও পরের উভয় আলিফকে পড়বেন না বরং লামকে যের দিয়ে পড়বেন।

ءَاَعْجَمِيٌّ وَّ عَرَبِيٌّ	مَجْرِهَا	بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ
পারা- ২৪, হা-মীম সাজদা, ৪৪	পারা- ১২, হুদ, ৪১	পারা- ২৬, হুজরাত, ১১

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সবক্ব নং-(২১) ওয়াক্বফ

- **ওয়াক্বফ:** ওয়াক্বফ শব্দের অর্থ থামা।অর্থাৎ যে শব্দে ওয়াক্বফ করবেন সে শব্দের শেষ হরফে আওয়াজ ও শ্বাস উভয়টি বন্ধ করে দিন।
- শব্দের শেষ হরফে যবর, যের, পেশ, দুই যের, দুই পেশ, খাড়া যের, উল্টা পেশ হলে ঐ হরফকে ওয়াক্বফ করার সময় সাকীন করে দিন।
- শব্দের শেষে দুই যবর হলে উহাকে ওয়াক্বফ করার সময় আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করে দিন।
- শব্দের শেষে গোল তা ة, হলে তাতে যে হরকতই হোক না কেন বা তানভীন হোক উহাকে ওয়াক্বফের সময় সাকীন বিশিষ্ট ه দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন।
- খাড়া যবর, মাদ্দের হরফ ও সাকীনযুক্ত হরফ ওয়াক্বফ করার সময় পরিবর্তন হয় না।
- তাশদীদ যুক্ত হরফে ওয়াকফ অবস্থায় তাশদীদ অবশিষ্ট রাখবেন তবে হরকতকে প্রকাশ করবেন না।
- **নূনে কুতনী:** তানভীনের পর হামযা ওয়াসলী আসলে তবে মিলানোর সময় হামযা ওয়াসলী কে বিলুপ্ত করে তানভীনের নূন সাকীনকে যের দিয়ে একটি ছোট্ট নূন লিখে দেয়া হয়, ঐ নূনকে নূনে কুতনী বলে।
- **ওয়াক্বফের চিহ্ন:** কতিপয় ওয়াক্বফের চিহ্নের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো:

- ❖ O : এটা ওয়াক্বফে তাম ও আয়াত পরিপূর্ণ হওয়ার চিহ্ন এখানে থামতে হবে।
- ❖ م : এটা ওয়াক্বফে লাযিম এর চিহ্ন। এখানে অবশ্যই থামবেন।
- ❖ ط : এটা ওয়াক্বফে মুতলাক এর চিহ্ন। এখানে থামা উত্তম।
- ❖ ج : এটা ওয়াক্বফে জায়িয এর চিহ্ন। এখানে থামা উত্তম না থামাও জায়িয আছে।
- ❖ ز : এটা ওয়াক্বফে মুজাওয়াজ এর চিহ্ন। এখানে থামা জায়িয কিন্তু না থামা উত্তম।
- ❖ ص : এটা ওয়াক্বফে মুরাখ্খাসের চিহ্ন। এখানে মিলিয়ে পড়া উচিত।
- ❖ لا : যদি আয়াতের উপর (لاO) লিখা থাকে তখন থামা ও না থামার ব্যাপারে মতবেদ রয়েছে। যদি আয়াত ছাড়া لا লিখা থাকে তবে থামা যাবে না।
- ❖ **اِعَادَةْ বা পূণরাবৃত্তিঃ** ওয়াকফ করার পর পূণরায় পিছন থেকে মিলিয়ে পড়াকে اِعَادَةْ বা পূণরাবৃত্তি বলে।

بِالْحَقِّ ۖ بِالْحَقّْ ۖ	شَفَتَيْنِ ○ شَفَتَيْنْ ○	فِيْهِ ط فِيْهْ ط	مُسْتَقِيْمَ ○ مُسْتَقِيْمْ ○	نٰدِمِيْنَ ○ نٰدِمِيْنْ ○	صٰدِقِيْنَ ○ صٰدِقِيْنْ ○
قِسْطِ ج قِسْطْ ج	شَيْءٍ ط شَيْءْ ط	شَهْرٍ ○ شَهْرْ ○	مِنْ قَبْلُ ج مِنْ قَبْلْ ج	يَشَاءُ ط يَشَآءْ ط	نَسْتَعِيْنُ ○ نَسْتَعِيْنْ ○
بِاَمْرِهٖ ○ بِاَمْرِهْ ○	عِبَادِهٖ ○ عِبَادِهْ ○	بِهٖ ج بِهْ ج	بَرْقٌ ج بَرْقْ ج	قَدِيْرٌ ○ قَدِيْرْ ○	لَهْوٌ ط لَهْوْ ط
نَبِيًّا ○ نَبِيًّا ○	عِلْمًا ○ عِلْمَا ○	اَلْفَافًا ○ اَلْفَافَا ○	مَوَازِيْنُهٗ ○ مَوَازِيْنُهْ ○	اَخْلَدَهٗ ○ اَخْلَدَهْ ○	رَبَّهٗ ○ رَبَّهْ ○
فَتَرْضٰى ○ فَتَرْضٰى ○	مِنَ الْاُوْلٰى ○ مِنَ الْاُوْلٰى ○	وَتَوَلّٰى ○ وَتَوَلّٰى ○	جَارِيَةٌ ○ جَارِيَهْ ○	رَقَبَةٍ ○ رَقَبَهْ ○	قُوَّةً ط قُوَّهْ ط
قَوْلِىْ ○ قَوْلِىْ ○	تَهْتَدُوْا ج تَهْتَدُوْا ج	فِيْهَا ط فِيْهَا ط	فَحَدِّثْ ○ فَحَدِّثْ ○	فَارْغَبْ ○ فَارْغَبْ ○	وَانْحَرْ ○ وَانْحَرْ ○

مُنِيْبِ ○ اِدْخُلُوْهَا مُنِيْبْ ○ اُدْخُلُوْهَا	شِيْبًا ۖ اِلسَّمَاءُ شِيْبَا ۖ اَلسَّمَآءُ	خَيْرًا ج اِلْوَصِيَّةُ خَيْرَا ج اَلْوَصِيَّةُ

خَبِيْرًا ۚ اِلَّذِىْ	قَدِيْرُ ۝ اِلَّذِىْ	مُبِيْنِ ۚ اِقْتُلُوْا
خَبِيْرًا ۚ اَلَّذِىْ	قَدِيْرٌ ۝ اَلَّذِىْ	مُبِيْنٌ ۚ اُقْتُلُوْا

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং-(২২) নামায

❖ এ সবক্বকে বানান ও বানান ব্যতিত উভয় পদ্ধতিতে পাঠ করুন।

❖ এ সবক্বেও পূর্বের সকল সবক্বের ক্বায়িদা সমূহ ও হরফের উচ্চারণের ক্ষেত্রে বিশেষ দৃষ্টি রাখুন বিশেষত প্রায় সমুচ্চারিত হরফ অর্থাৎ প্রায় একই ধরনের আওয়াজ বিশিষ্ট হরফের মধ্যকার সুস্পষ্ট পার্থক্য বজায় রাখুন।

❖ স্মরণ রাখবেন: হরফের মধ্যে পার্থক্য না করার কারণে যদি অর্থ বিনষ্ট হয়ে যায় তবে নামাযই হবে না।

❖ **তাকবীরে তাহরীমা:** اَللّٰهُ اَكْبَرُ

❖ **সানা:** سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَآ اِلٰهَ غَيْرُكَ ط

❖ **তাআউয:** اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

❖ **তাসমিয়্যাহ:** بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

❖ **সূরা ফাতিহা:**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۙ﴿۱﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۙ﴿۲﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ؕ﴿۳﴾

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ؕ﴿۴﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ﴿۵﴾

صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ۵ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۧ﴿۷﴾ (اٰمِيْن)

❖ **সূরা ইখলাস:**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ﴿۱﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ﴿۲﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ﴿۳﴾

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۧ﴿۴﴾

❖ রুকুর তাসবীহ: سُبْحٰنَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ

❖ তাসমীহ: سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ

❖ তাহমীদ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

❖ সিজদার তাসবীহ: سُبْحٰنَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى

❖ তাশাহুদ:

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوٰتُ وَالطَّيِّبٰتُ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِىُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ ط اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ ط اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ﴿ط﴾

❖ দুরুদে ইবরাহীম:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ﴿﴾ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ ﴿﴾

❖ দোয়া এ মাসূরা:

(اَللّٰهُمَّ) رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ ﴿٤٠﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾ (পারা- ১৩, সূরা- ইবরাহিম, আয়াত- ৪০-৪১)

❖ সালাম: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ

❖ দোয়া এ কুনূত:

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ ط وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ ط اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْا رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ ﴿﴾

❖ দরূদ:

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ ط

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿٥٦﴾

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا

مُحَمَّدٍ مَّعْدِنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَاٰلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন: হুরুফে মুফরাদাত কয়টি? (সবক্ব নং ১)

উত্তর: হুরুফে মুফরাদাত ২৯ টি।

প্রশ্ন: হুরুফে মুস্তা'লিয়া কয়টি ও কি কি? (সবক্ব নং-১)

উত্তর: হুরুফে মুস্তা'লিয়া সাতটি যথা: خ , ص , ض , ط , ظ , غ ق.

প্রশ্ন: হুরুফে মুস্তা'লিয়াকে কিভাবে পড়তে হয় এবং এগুলোর সমষ্টি কি হয়? (সবক্ব নং-১)

উত্তর: হুরুফে মুস্তা'লিয়াকে সদা সর্বদা পোর তথা মোটা করে পড়তে হয় এবং এগুলোর সমষ্টি (خُصَّ ضَغْطٍ قِظْ)।

প্রশ্ন: হারাকাত কাকে বলে? (সবক্ব নং-৩)

উত্তর: যবর [ـَ] যের [ـِ] পেশ [ـُ] কে হারাকাত বলে।

প্রশ্ন: হারাকাতকে কিভাবে পড়তে হয়? (সবক্ব নং-৩)

উত্তর: হারাকাতকে টান ও ধাক্কা দেয়া ব্যতিত, মা'রূফ পদ্ধতিতে পড়তে হয়।

প্রশ্ন: তানভীন কাকে বলে? (সবক্ব নং-৪)

উত্তর: দুই যবর [ـً] দুই যের [ـٍ] দুই পেশ [ـٌ] কে তানভীন বলে। তানভীন নূনে সাকীনের মতই, যা শব্দের শেষে আসে এজন্য তানভীনের আওয়াজ নূনে সাকীনের মতই।

প্রশ্ন: মাদের হরফ কয়টি ও কি কি? (সবক্ব নং-৭)

উত্তর: মাদের হরফ তিনটি যথা: ا, و ও ى.

প্রশ্ন: ا, و ও ى কখন মাদ্দ হবে? (সবক্ব নং-৭)

উত্তর: الف এর পূর্বে যবর হলে الف মাদ্দ, واؤ সাকীন এর পূর্বে পেশ হলে واؤ মাদ্দ এবং ياء সাকীন এর পূর্বে যের হলে ياء মাদ্দ হবে।

প্রশ্ন: মাদের হরফকে কিভাবে পড়তে হয়? (সবক্ব নং-৭)

উত্তর: মাদের হরফকে এক আলিফ তথা দুই হরকত পরিমাণ টেনে দীর্ঘ করে পড়তে হয়।

প্রশ্ন: খাড়া হরকত কাকে বলে? (সবক্ব নং-৮)

উত্তর: খাড়া যবর [ـٰ],খাড়া যের [ـٖ] ও উল্টা পেশ [ـٗ] কে খাড়া হরকত বলে।

প্রশ্ন: খাড়া হরকতকে কিভাবে পড়তে হয় ? (সবক্ব নং-৮)

উত্তর: খাড়া হরকতকে মাদের হরফের মত এক আলিফ তথা দুই হরকত সমপরিমাণ টেনে পড়তে হবে।

প্রশ্ন: হুরুফে লীন কয়টি ও কি কি ? **(সবক্ব নং-৮)**

উত্তর: হুরুফে লীন ২ টি যথা:(২) واؤ ও (২) یاء.

প্রশ্ন: হুরুফে লীনকে কিভাবে পড়তে হয় ? **(সবক্ব নং-৯)**

উত্তর: হুরুফে লীনকে টানা ও ধাক্কা ব্যতিত নরমভাবে মা'রুফ পদ্ধতিতে পড়তে হবে।

প্রশ্ন: و اؤ ও یاء. কখন লীন হয় ? **(সবক্ব নং-৯)**

উত্তর: و اؤ সাকীনের পূর্বে যবর হলে و اؤ লীন, ও یاء. সাকীনের পূর্বে যবর হলে یاء. লীন হবে।

প্রশ্ন: ক্বলক্বলা অর্থ কি? **(সবক্ব নং-১১)**

উত্তর: ক্বলক্বলা অর্থ স্পন্দন ও নড়াচড়া করা অর্থাৎ এ হরফগুলো উচ্চারণের সময় মাখরাজে সামান্য কম্পন সৃষ্টি হয়,যদ্দরুন আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে বের হয়।

প্রশ্ন: হুরুফে ক্বলক্বলা কয়টা ও কি কি এবং এগুলোর সমষ্টি কি হয় ? **(সবক্ব নং-১১)**

উত্তর: হুরুফে ক্বলক্বলা ৫ টি যথা : ق , ط , ب , ج ও د, হুরুফে ক্বলক্বলার সমষ্টি হচ্ছে قُطُبُ جَدٍّ

প্রশ্ন: হুরুফে ক্বলক্বলাকে কখন খুব স্পষ্টভাবে পড়তে হয় ? **(সবক্ব নং-১১)**

উত্তর: যখন হুরুফে ক্বলক্বলা সাকীন যুক্ত হয় তখন এতে ক্বলক্বলা খুব স্পষ্ট করে পড়তে হয়।

প্রশ্ন: যদি হুরুফে ক্বলক্বলা তাশদীদ যুক্ত হয় তখন সেটাকে কিভাবে পড়তে হয় ? **(সবক্ব নং-১১)**

উত্তর: হুরুফে ক্বলক্বলা যখন তাশদীদ যুক্ত হয় তখন সেটাকে দৃঢ়তার সাথে উচ্চারণ করতে হয়।

প্রশ্ন: সাকীন যুক্ত ءْ اْ হামযাকে কিভাবে পড়তে হয়? **(সবক্ব নং-১১)**

উত্তর: সাকীন যুক্ত ءْ اْ হামযাকে সর্বদা ধাক্কা দিয়ে পড়তে হয়।

প্রশ্ন: নূনে সাকীন ও তানভীনের ক্বায়িদা কয়টি ও কি কি? **(সবক্ব নং-১২)**

উত্তর: নূনে সাকীন ও তানভীনে ক্বায়িদা চারটি যথা: ১) ইযহার, ২) ইদগাম, ৩) ইখফা, ৪) ইক্বলাব।

প্রশ্ন: ইযহারের ক্বায়িদা শুনিয়ে দিন ।

উত্তর: নূনে সাকীন ও তানভীনের পর হুরুফে হলক্বী থেকে কোন হরফ আসলে ইযহার হবে অর্থাৎ নূনে সাকীন ও তানভীনে গুন্না করা যাবে না।

প্রশ্ন: হুরুফে হলক্বী কয়টি ও কি কি ? **(সবক্ব নং-১২)**

উত্তর: হুরুফে হলক্বী মোট ছয়টি যথা: ء, ه, ع, ح, غ ও خ।

প্রশ্ন: ইখফার ক্বায়িদা কি বলুন ? **(সবক্ব নং-১২)**

উত্তর: নূনে সাকীন ও তানভীনের পর যদি ইখফার হরফ সমূহ থেকে কোন একটি হরফ আসে তবে ইখফা হবে অর্থাৎ নূনে সাকীন ও তানভীনকে গুন্না করে পড়তে হবে।

প্রশ্ন: ইখফার হরফ কয়টি ও কি কি ? **(সবক্ব নং-১২)**

উত্তর: ইখফার হরফ ১৫ টি যথা: ت , ث , ج , د , ذ , ز , س , ش , ص , ض , ط , ظ , ف , ق , ও ك.

প্রশ্ন: তাশদীদ কাকে বলে? তাশদীদ যুক্ত হরফকে কি বলে? **(সবক্ব নং-১৩)**

উত্তর: তিন দাঁত বিশিষ্ট [ّ] এ চিহ্নকে তাশদীদ আর যে হরফের উপর তাশদীদ হয় সেটাকে হরফে মুশাদ্দাদ বলে।

প্রশ্ন: নূনে মুশাদ্দাদ ও মীমে মুশাদ্দাদে কি করতে হয়? **(সবক্ব নং-১৩)**

উত্তর: নূনে মুশাদ্দাদ ও মীমে মুশাদ্দাদে সর্বদা গুন্না হয়।

প্রশ্ন: গুন্না কাকে বলে এবং এর পরিমাণ কত ? **(সবক্ব নং-১৩)**

উত্তর: নাকের ভিতর আওয়াজ নিয়ে পড়াকে গুন্না বলে। গুন্নার পরিমাণ এক আলিফ সমপরিমাণ।

প্রশ্ন: তাশদীদ যুক্ত হরফ কিভাবে পড়তে হবে ? **(সবক্ব নং-১৩)**

উত্তর: তাশদীদ যুক্ত হরফকে দুই বার উচ্চারণ করতে হয়,একবার উহার পূর্বের হরকতের সাথে মিলিয়ে দ্বিতীয়বার নিজ হরকত অনুযায়ী একটু থেমে পড়তে হয়।

প্রশ্ন: ইদগাম এর ক্বায়িদা কি ? **(সবক্ব নং-১৪)**

উত্তর: নূনে সাকীন ও তানভীনের পর হুরুফে يرملون থেকে কোন হরফ আসলে ইদগাম হবে। ل ও ر কে গুন্না ব্যতিত অবশিষ্ট চার অক্ষর গুন্না সহকারে।

প্রশ্ন: হুরুফে يرملون কয়টি ও কি কি ? **(সবক্ব নং-১৪)**

উত্তর: হুরুফে يرملون ছয়টি যথা : ي, ر , م , ل , و , ও ن

প্রশ্ন: ইক্বলাবের ক্বায়িদা বলুন ? **(সবক্ব নং- ১৪)**

উত্তর: নূনে সাকীন ও তানভীনের পর যদি ب হরফটি আসে তবে ইক্বলাব করে পড়তে হবে। অর্থাৎ নূনে সাকীন ও তানভীনকে মীম দ্বারা পরিবর্তন করে ইখফা করে পড়তে হবে অর্থাৎ গুন্না করে পড়তে হবে।

প্রশ্ন: মীমে সাকীনের ক্বায়িদা কয়টি ও কি কি ? **(সবক্ব নং-১৫)**

উত্তর: মীমে সাকীনের ক্বায়িদা তিনটি যথা: (১) ইদগামে শাফাভী, (২) ইখফায়ে শাফাভী, (৩) ইযহারে শাফাভী ।

প্রশ্ন: ইদগামে শাফাভীর ক্বায়িদা বলুন ? **(সবক্ব নং-১৫)**

উত্তর: মীমে সাকীনের পর যদি দ্বিতীয় মীম আসে তখন মীম সাকীনে ইদগামে শাফাভী হবে তথা গুন্না করে পড়তে হবে।

প্রশ্ন: ইখফায়ে শাফাভীর ক্বায়িদা বলুন ? **(সবক্ব নং- ১৫)**

উত্তর: মীম সাকীনের পর ب হরফটি আসলে তবে মীম সাকীনে ইখফায়ে শাফাভী হবে অর্থাৎ গুন্না করে পড়তে হবে।

প্রশ্ন: ইযহারে শাফাভীর ক্বায়িদা বলুন ? **(সবক্ব নং-১৫)**

উত্তর: মীম সাকীনের পর ب ও م, ব্যতিত যে কোন হরফ আসলে মীম সাকীনকে ইযহারে শাফাভী হবে অর্থাৎ গুন্না করা যাবে না।

প্রশ্ন: তাফখীম ও তারক্বীক্ব অর্থ কি ? **(সবক্ব নং-১৬)**

উত্তর: তাফখীম অর্থ হরফকে পোর তথা মোটা করে পড়া এবং তারক্বীক্ব অর্থ হরফকে বারিক তথা চিকন করে পড়া।

প্রশ্ন: اَللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ এর মহত্বপূর্ণ নামের لَام কে কখন পোর এবং কখন বারিক পড়তে হয় ? **(সবক্ব নং- ১৬)**

উত্তর: اَللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ এর মহত্বপূর্ণ নামের لَام এর পূর্বের হরফে যদি যবর কিংবা পেশ হয় তবে اَللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ এর মহত্বপূর্ণ নামের لَام কে পোর পড়তে হয় এবং اَللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ এর মহত্বপূর্ণ নামের পূর্বের হরফের নীচে যদি যের হয় তবে اَللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ এর لَام কে বারিক পড়তে হয়।

প্রশ্ন: الف কে কখন পোর তথা মোটা এবং বারিক পড়তে হয় ? **(সবক্ব নং- ১৬)**

উত্তর: الف এর পূর্বে পোর হরফ আসলে তবে الف কে পোর এবং বারিক হরফ আসলে আসলে الف কে বারিক পড়তে হয়।

প্রশ্ন: ر কে পোর বা মোটা করে পড়ার অবস্থা সমূহ বর্ণনা করুন। **(সবক্ব নং- ১৬)**

উত্তর:

- ر এর উপর যবর বা পেশ হলে।
- ر এর উপর দুই যবর বা দুই পেশ হলে,
- ر এর উপর খাড়া যবর বা উল্টা পেশ হলে,
- ر সাকীন এর পূর্বের হরফে যবর বা পেশ হলে,
- ر সাকীন এর পূর্বে আরিজী যের হলে,
- ر সাকীন এর পূর্বে অন্য শব্দে যের হলে,
- ر সাকীনের পর হুরূফে মুস্তা'লিয়ার পর হুরূফে মুস্তা'লিয়া থেকে কোন হরফ একই শব্দে হলে,
- উল্লেখিত সব অবস্থায় ر কে পোর বা মোটা করে পড়তে হয়।

প্রশ্ন: ر কে বারিক করে পড়ার অবস্থা সমূহ বর্ণনা করুন ? **(সবক্ব নং-১৬)**

উত্তর:

- ر এর নীচে এক বা দুই যের হলে,
- ر সাকীন এর পূর্বে একই শব্দে আসলী যের হলে,
- ر সাকীন এর পূর্বে সাকীন যুক্ত ইয়া হলে,

উপরোক্ত সব অবস্থায় ر কে বারিক তথা চিকন করে পড়তে হয়।

প্রশ্ন: আরিজী যের কাকে বলে ? **(সবক্ব নং- ১৬)**

উত্তর: কুরআনে পাকের কতিপয় শব্দ الف দ্বারা শুরু হয় এবং ঐ الف গুলোর উপর কোন হরকত থাকে না এসব الف এর উপর যে হরকত লাগিয়ে পড়বেন ঐ হরকতকে আরিজী বলে। যেমন: اِرْجِعِىْ এর নীচের যের আরিজী যের

প্রশ্ন: মাদ অর্থ কি? মাদের উপকরণ কয়টি ও কি কি ? **(সবক্ব নং- ১৭)**

উত্তর: মাদ শব্দের অর্থ দীর্ঘ করা ও টেনে পড়া। মাদ্দর উপকরণ দুইটি (১) হামযা, (২) সুকূন(সাকীন)।

প্রশ্ন: মাদ কত প্রকার ও কি কি ? **(সবক্ব নং- ১৭)**

উত্তর: মাদ ছয় প্রকার, যথা:- **(১) মাদ্দে মুত্তাসিল, (২) মাদ্দে মুনফাসিল, (৩) মাদ্দে লাযিম, (৪) মাদ্দে লীন লাযিম, (৫) মাদ্দে আরিয, (৬) মাদ্দে লীন আরিয** ।

প্রশ্ন: মাদ্দে মুত্তাসিল কখন হয়? **(সবক্ব নং- ১৭)**

উত্তর: মাদের হরফের পর একই শব্দে হামযা হলে মাদ্দে মুত্তাসিল হয়।

প্রশ্ন: মাদ্দে মুনফাসিল কখন হয় ? **(সবক্ব নং- ১৭)**

উত্তর: মাদের হরফের পর দ্বিতীয় শব্দে যদি হামযা হয় তবে মাদ্দে মুনফাসিল হয় ।

প্রশ্ন: মাদ্দে মুত্তাসিল ও মাদ্দে মুনফাসিল কতটুকু টেনে পড়তে হয় । **(সবক্ব নং- ১৭)**

উত্তর: মাদ্দে মুত্তাসিল ও মাদ্দে মুনফাসিলকে দুই,আড়াই বা চার আলিফ পর্যন্ত টেনে পড়তে হয়।

প্রশ্ন: মাদ্দে লাযিম কখন হয় ? **(সবক্ব নং- ১৭)**

উত্তর: মদের হরফের পর সুকূনে আসলী [ـّ, ـْ] হলে মাদ্দে লাযিম হয়।

প্রশ্ন: মাদ্দে লীন লাযিম কখন হয়? **(সবক্ব নং- ১৭)**

উত্তর: হুরুফে লীনের পর সুকূনে আসলী [ـْ] হলে মাদ্দে লীনে লাযিম হয়।

প্রশ্ন: মাদ্দে লাযিম ও মাদ্দে লীনে লাযিমকে কতটুকু টেনে পড়তে হয় ? **(সবক্ব নং- ১৭)**

উত্তর: মাদ্দে লাযিম ও মাদ্দে লীনে লাযিমকে তিন, চার,বা পাঁচ আলিফ পরিমাণ টেনে পড়তে হয়।

প্রশ্ন: মাদ্দে আরিয কখন হয় ? **(সবক্ব নং- ১৭)**

উত্তর: মাদ্দের হরফের পর আরিযী সাকীন অর্থাৎ ওয়াক্বফের কারণে কোন হরফে সাকীন হলে তবে মাদ্দে আরিয হবে।

প্রশ্ন: মাদ্দে লীন আরিয কখন হয়? **(সবক্ব নং- ১৭)**

উত্তর: হুরুফে লীনের পর আরিযী সাকীন অর্থাৎ ওয়াক্বফের কারণে কোন হরফে সাকীন হলে মাদ্দে আরিয হবে।

প্রশ্ন: মাদ্দে আরিজ ও মাদ্দে লীনে আরিয কে কতটুকু টেনে পড়তে হয় ? **(সবক্ব নং-১৭)**

উত্তর: মাদ্দে আরিজ ও মাদ্দে লীনে আরিজকে তিন আলিফ পর্যন্ত টেনে পড়তে হয়।

প্রশ্ন: যায়িদ আলিফ তথা অতিরিক্ত আলিফ কাকে বলে এবং সেটাকে কি পড়তে হয় ? **(সবক্ব নং- ১৯)**

উত্তর: কুরআনে পাকে কতিপয় স্থানে আলিফের উপর গোল বৃত্তের **' ° ' চিহ্ন** থাকে। এরূপ আলিফকে যায়িদ তথা অতিরিক্ত আলিফ বলে এবং এরূপ আলিফকে পড়া হয়না।

প্রশ্ন: قِنْوَانٌ، صِنْوَانٌ، بُنْيَانٌ، دُنْيَا এর নূনে সাকীনের মধ্যে কোন ক্বায়িদা হবে? **(সবক্ব নং- ২০)**

উত্তর: এ চারটি শব্দে নূনে সাকীনের পর হুরুফে يرملون একই শব্দে আসার কারণে ইদগাম হবে না বরং ইযহারে মুত্বলাক্ব হবে। এ কারণে এ শব্দগুলোতে গুন্না করা যাবে না।

প্রশ্ন: সাকতা কাকে বলে? **(সবক্ব নং- ২০)**

উত্তর: আওয়াজ বন্ধ করে, শ্বাস অব্যাহত রেখে সামনের দিকে পড়ে যাওয়াকে "সাকতা" বলে।

প্রশ্ন: তাসহীল কাকে বলে ? **(সবক্ব নং- ২০)**

উত্তর: তাসহীল অর্থ নম্র করা অর্থাৎ দ্বিতীয় হামযাকে নরম করে পড়া।

প্রশ্ন: ইমালাহ কাকে বলে? **(সবক্ব নং- ২০)**

উত্তর: যবরকে যের ও আলিফকে ইয়া এর দিকে ঝুকিয়ে পড়াকে ইমালাহ বলে।

প্রশ্ন: ইমালাহ এর ر কে কিভাবে পড়তে হবে ? **(সবক্ব নং- ২০)**

উত্তর: ইমালাহ এর ر কে উর্দূ শব্দ قطرے এর মত পড়তে হয় অর্থাৎ রী নয় বরং রে পড়তে হয়।

প্রশ্ন: ওয়াক্বফ এর অর্থ কি? **(সবক্ব নং- ২১)**

উত্তর: ওয়াক্বফ এর অর্থ থামা।

প্রশ্ন: ওয়াক্বফ অবস্থায় শব্দের শেষ অক্ষরে যদি যবর,যের,পেশ,দুই যের বা দুই পেশ হয় তখন কি করতে হবে? **(সবক্ব নং-২১)**

উত্তর: ওয়াক্বফ অবস্থায় শব্দের শেষ অক্ষরে যবর,যের,পেশ,দুই যের ও দুই পেশ হলে সাকীন করে দিতে হয়।

প্রশ্ন: ওয়াক্বফ অবস্থায় শব্দের শেষ অক্ষরে দুই যবর বিশিষ্ট তানভীন হলে কি করতে হবে ? **(সবক্ব নং- ২১)**

উত্তর: ওয়াক্বফ অবস্থায় শব্দের শেষ অক্ষরে দুই যবর বিশিষ্ট তানভীন হলে সেটাকে আলিফ দ্বারা পরিবর্তন করতে হবে।

প্রশ্ন: ওয়াক্বফ অবস্থায় গোল তা ة হলে কি করতে হবে ? **(সবক্ব নং- ২১)**

উত্তর: ওয়াক্বফ অবস্থায় গোল তা ة হরকত যুক্ত হলেও সেটাকে ہ সাকীনে পরিণত করতে হবে।

প্রশ্ন: নূনে ক্বুতনী কাকে বলে? **(সবক্ব নং- ২১)**

উত্তর: তানভীনের পর হামযায়ে ওয়াসলী আসলে মিলিয়ে পড়ার সময় হামযায়ে ওয়াসলীকে বিলুপ্ত করে দিয়ে তানভীনের নূনে সাকীনকে যের দিয়ে একটি ছোট নূন লিখে দেয়া হয় ঐ নূনকে নূনে ক্বুতনী বলে।

প্রশ্ন: O এই গোল বৃত্ত ওয়াক্বফের কোন চিহ্ন ? **(সবক্ব নং- ২১)**

উত্তর: এটা ওয়াক্বফে তাম ও আয়াত পূর্ণ হওয়ার চিহ্ন । এখানে থামতে হবে।

প্রশ্ন: م ওয়াক্বফের কোন চিহ্ন এবং এ স্থানে কি করতে হবে? **(সবক্ব নং- ২১)**

উত্তর: ওয়াক্বফে লাযিম এর চিহ্ন এ স্থানে থামা আবশ্যক।

প্রশ্ন: ط এটা ওয়াক্বফের কোন চিহ্ন এবং এ স্থানে কি করতে হবে ? **(সবক্ব নং- ২১)**

উত্তর: এটা ওয়াক্বফে মুত্বলাকের চিহ্ন এ স্থানে থামা উত্তম।

প্রশ্নঃ ج এটা ওয়াক্বফের কোন চিহ্ন এবং এ স্থানে কি করতে হবে? **(সবক্ব নং- ২১)**
উত্তরঃ এটা ওয়াক্বফে জায়িযের চিহ্ন, এ স্থানে থামা উত্তম তবে না থামাও জায়িয।

প্রশ্নঃ ز এটা ওয়াক্বফের কোন চিহ্ন এবং এ স্থানে কি করতে হবে? **(সবক্ব নং- ২১)**
উত্তরঃ এটা ওয়াক্বফে মুজাওয়ায়িযের চিহ্ন,এ স্থানে থামা জায়িয তবে না থামা উত্তম।

প্রশ্নঃ ص এটা ওয়াক্বফের কোন চিহ্ন এবং এ স্থানে কি করতে হবে ? **(সবক্ব নং- ২১)**
উত্তরঃ এটা ওয়াক্বফে মুরাখ্‌খাসের চিহ্ন,এ স্থানে মিলিয়ে পড়তে হবে।

প্রশ্নঃ لا এর উপর ওয়াক্বফ করার ব্যাপারে বিস্তারিত বর্ণনা দিন? **(সবক্ব নং- ২১)**

উত্তরঃ যদি আয়াতের উপর (لاO) লিখা থাকে তখন থামা ও না থামার ব্যাপারে মতবেদ রয়েছে। যদি আয়াত ছাড়া لا লিখা থাকে তবে থামা যাবে না।

প্রশ্নঃ اِعَادَةٌ ইয়াদা কাকে বলে?

উত্তরঃ ওয়াক্বফ করার পর পিছন থেকে মিলিয়ে পড়াকে اِعَادَةٌ ইয়াদা বলে।

প্রশ্নঃ সুন্নাতের অনুসরণ ও নেককার হওয়ার জন্য কোন ওয়াজিফা পড়া চাই ?

উত্তরঃ সুন্নাতের অনুসরণ ও নেককার হওয়ার জন্য চলতে ফিরতে يَا خَبِيْرُ পাঠ করা উচিত।
প্রশ্নঃ ইলমের পাঁচটি স্তর কি কি?
উত্তরঃ ইলমের পাঁচটি স্তর নিম্নরূপঃ (১) চুপ থাকা (২) মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা, (৩) যা শ্রবণ করা হলো তা স্মরণ রাখা, (৪) যা শিক্ষা অর্জন হলো তার উপর আমল করা, (৫) যে ইলম অর্জন হলো তা অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া।
প্রশ্নঃ স্মরণ শক্তি বৃদ্ধির ওয়াজিফা কি?

উত্তরঃ يَا عَلِيْمُ ২১ বার (আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ) পাঠ করে পানিতে ফুঁক দিয়ে ৪০ দিন পর্যন্ত ভোরে কোন কিছু খাওয়ার পূর্বে পান করলে বা করালে اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ (পানকারীর)স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পাবে।
প্রশ্নঃ সবক্ব শিখার পূর্বে কোন দোয়া পাঠ করা উচিত ?
উত্তরঃ সবক্ব শিখার পূর্বে (আগে ও পরে একবার করে দুরুদ শরীফ পাঠ করে) নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করা উচিতঃ (اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام)
প্রশ্নঃ ওযুর ফরয কয়টি ও কি কি ?
উত্তরঃ ওযুর ফরয চারটি যথাঃ (১) সমস্ত মুখমন্ডল ধৌত করা, (২) কনুই সহ উভয় হাত ধৌত করা, (৩) মাথার এক চতুর্থাংশ ধৌত করা, (৪) টাখনু সহ উভয় পা ধৌত করা।
প্রশ্নঃ গোসলের ফরয কয়টি ও কি কি ?

উত্তর: গোসলের ফরয ৩ টি যথা: (১) কুলি করা, (২) নাকে পানি পৌঁছানো, (৩) সমস্ত শরীরের বাহ্যিক অংশে পানি প্রবাহিত করা।

প্রশ্ন: তায়াম্মুমের ফরয কয়টি ও কি কি ?

উত্তর: তায়াম্মুমের ফরয ৩ টি যথা: (১) নিয়্যত করা, (২) সমস্ত মূখমন্ডল মাসেহ করা (৩) কনুই সহ উভয় হাত মাসেহ করা।

প্রশ্ন: নামাযের শর্ত কয়টি ও কি কি ?

উত্তর: নামাযের শর্ত ৬টি যথা: (১) পবিত্রতা, (২) সতর ঢাকা, (৩) ক্বিবলামূখী হওয়া, (৪) সময় হওয়া, (৫) নিয়্যত করা, (৬) তাকবীরে তাহরীমা বলা।

প্রশ্ন: নামাযের ফরয কয়টি ও কি কি ?

উত্তর: নামাযের ফরয ৭টি যথা: (১) তাকবীরে তাহরীমা, (২) ক্বিয়াম, (৩) কিরাত, (৪) রুকূ (৫) সাজদা, (৬),শেষ বৈঠক, (৭) সালামের মাধ্যমে নামায শেষ করা।

يَا سَمِيْعُ

যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০০ বার পাঠ করবে, পাঠকালীন সময়ে কথাবার্তা বলবেনা এবং পাঠ করার পর দো'আ করবে اِنْ شَآءَاللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা দো'আ করবে তা পাবে।

(৪০ রূহানী ইলাজ, ৭ পৃষ্ঠা)

হরফের মাখরাজের নকশা

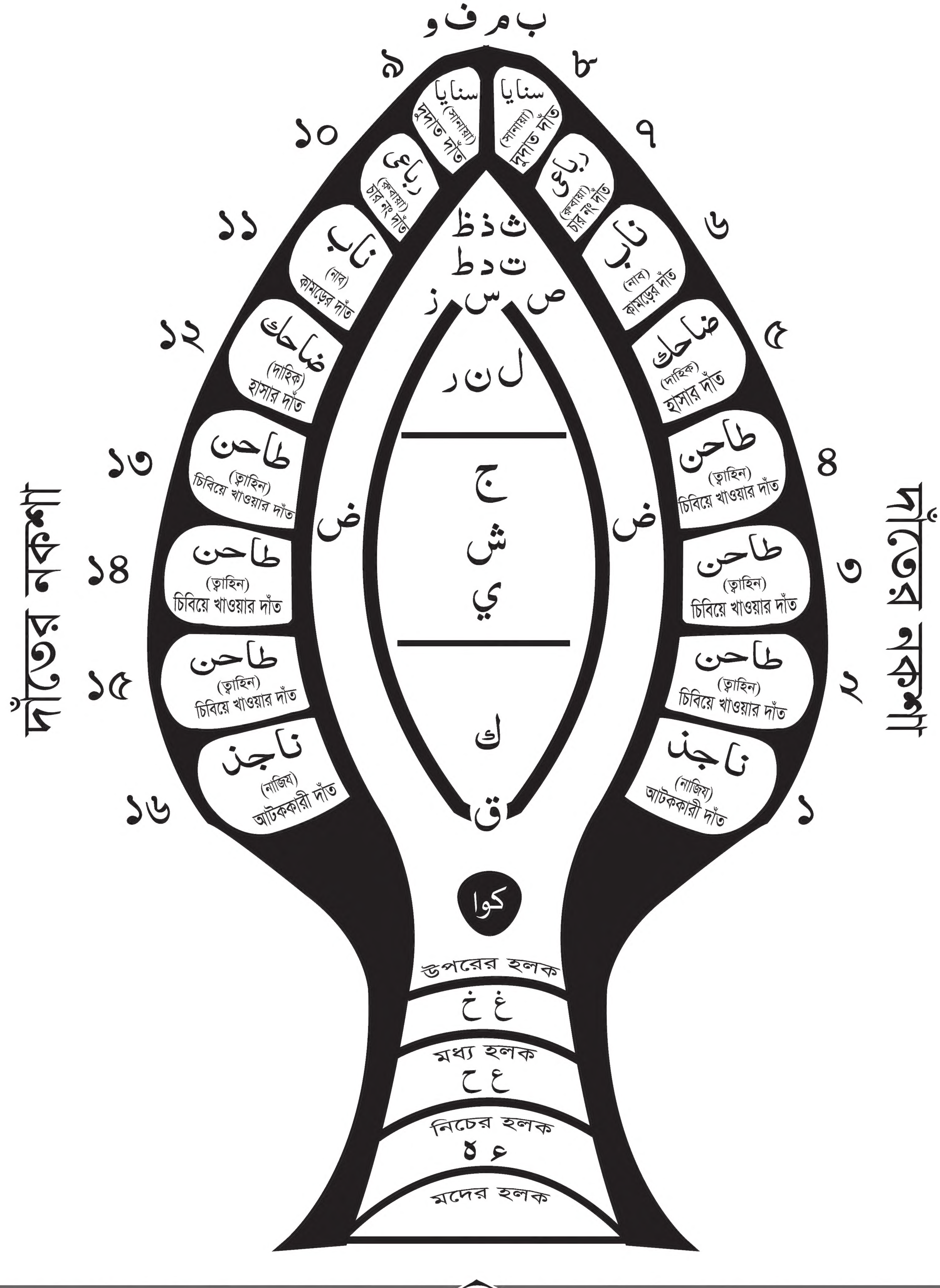

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্ তা'আলার** সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলা সমূহে সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

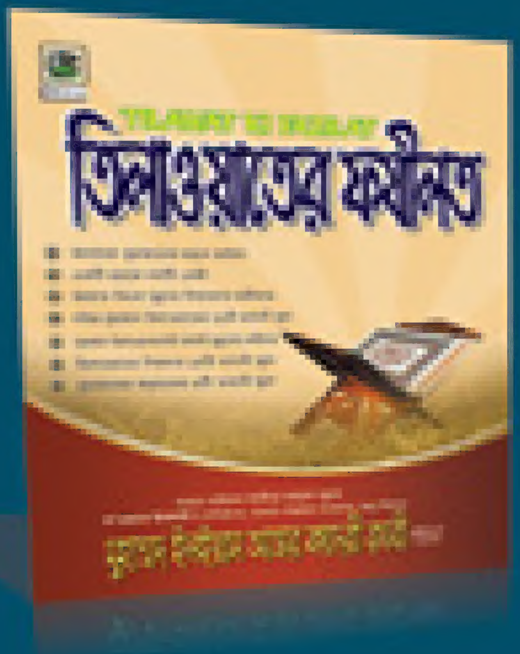

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮১৩৬৭১৫৭২, ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net